হিন্দুধর্ম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

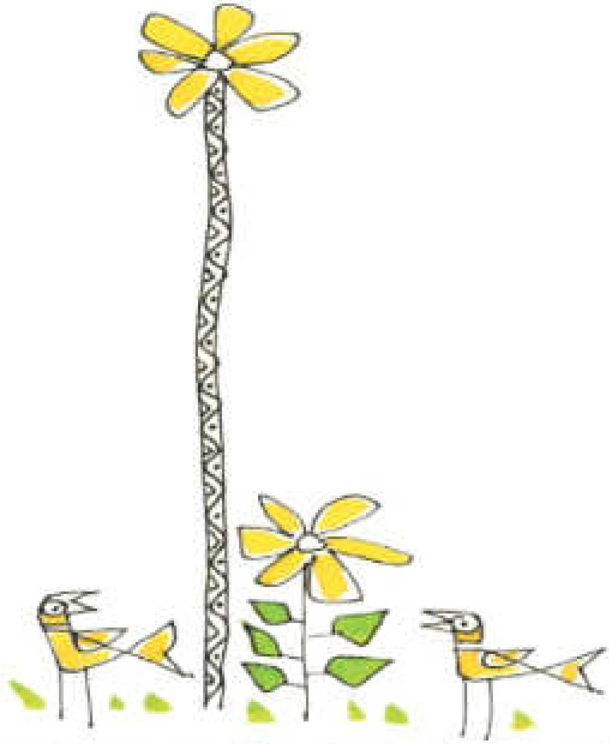

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

২০২৫

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

প্রফেসর ড. অসীম সরকার

জয়দীপ দে

অর্চনা সাহা

তিথি বালা

কেয়া বালা

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

সঞ্জীব সেন

প্রথম মুদ্রণ: অক্টোবর ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

২০২৫

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

ধর্ম মানুষের আবেগীয় এবং সুন্দর অনুভূতির একটি আবশ্যকীয় বিষয়। একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ নাগরিক গঠনে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম একটি। হিন্দুধর্মাবলম্বী শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে যেমন নিজধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে তেমনি এই ধর্মের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাইকে ভালোবাসতে সচেষ্ট হবে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

২০২৫

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর	০৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঈশ্বরকে ভালোবাসা	০৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	উপাসনা ও প্রার্থনা	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	**আদর্শ জীবনচরিত**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব	১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	জীবনাদর্শ অনুসরণ	২৬
তৃতীয় অধ্যায়	**নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মানবিকতা	৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	পরোপকার	৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ন্যায়-অন্যায়	৩৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	সকলের তরে সকলে আমরা	৪০
চতুর্থ অধ্যায়	**ধর্মগ্রন্থ, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	হিন্দুধর্মগ্রন্থ	৪৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	দেব-দেবী	৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব	৫৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ	৬২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৬৫
পঞ্চম অধ্যায়	**প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম**	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মানুষ, প্রকৃতি ও জীব	৭১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়	৭৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	জীবসেবা	৮০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	দেশপ্রেম	৮৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	এসো দেশকে ভালোবাসি	৮৭

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

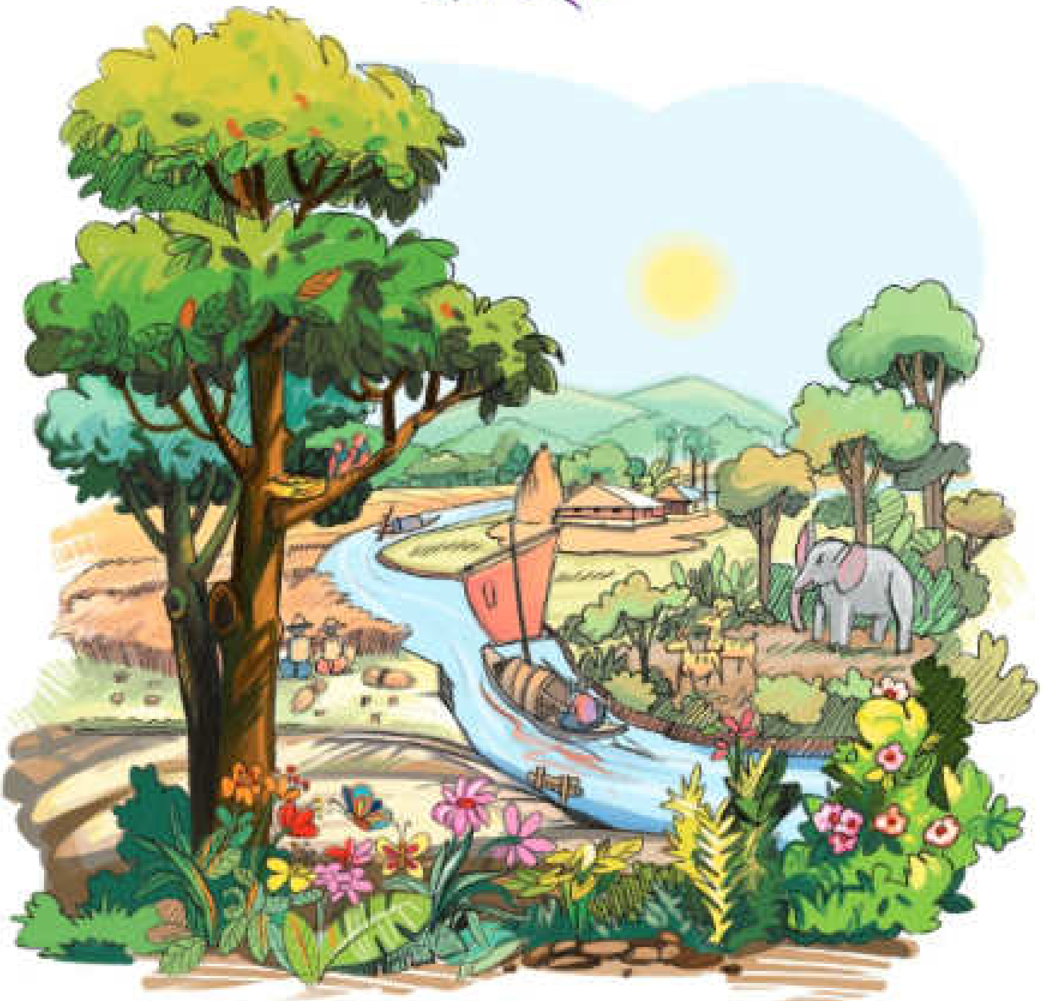

প্রাকৃতিক দৃশ্য

ছবিটিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? লেখো:

সুন্দর আমাদের এ পৃথিবী। এখানে আমরা থাকি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই সুন্দর। সুন্দর আর সুন্দর। এই সুন্দরের নানা রূপ। এখানে রয়েছে নানা ধরনের গাছ-লতা-পাতা। রয়েছে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ। পৃথিবীর কোথাও রয়েছে বনভূমি। কোথাও উঁচু পাহাড়-পর্বত। কোথাও সমভূমি। কোথাও বিশাল জলরাশি, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর। কোথাও রয়েছে সবুজ শস্যক্ষেত্র। আবার কোথাও বালুকাময় ধু-ধু মরুভূমি। গাছে-গাছে জানা-অজানা ফুল-ফল। ডালে-ডালে পাখি। শোনা যায় পাখির কল-কাকলি। আমাদের মাথার উপরে রয়েছে সুনীল আকাশ। যার কোনো সীমা নেই। আকাশে দেখা যায় চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র।

বলতে পারো এসব কে সৃষ্টি করেছেন? তাঁর নাম লেখো:

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এ পৃথিবী। এ সৌন্দর্যময় প্রকৃতি একদিনে হয়নি। এ পৃথিবীও হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আজকের এ সুন্দর পৃথিবী। এ সমস্ত সৃষ্টির মূলে রয়েছেন একজন মহান স্রষ্টা।

স্রষ্টার রয়েছে অনেক নাম। বিভিন্ন ধর্মে স্রষ্টাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ঈশ্বর বলা হয়। পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরি, ভগবান প্রভৃতি নামেও তাঁকে ডাকা হয়। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে বলে ঈশ্বর বা গড। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে আল্লাহ নামে ডাকে। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলে।

বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম রয়েছে। ঈশ্বরকে ইংরেজিতে গড বলা হয়। আরবিতে বলা হয় আল্লাহ। ফারসি ভাষায় বলা হয় খোদা।

একই জলকে যেমন কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার, তেমনি একই ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

এসো নিচের ঘরটি পূরণ করি:

ধর্ম	স্রষ্টার নাম
১. হিন্দু	
২. ইসলাম	
৩. খ্রীষ্ট	

২০১৮

খালি ঘরে লেখো:

বাংলা	ইংরেজি	আরবি	ফারসি
ঈশ্বর			

মনের মতো একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকো:

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. প্রাকৃতিক ---------- পরিপূর্ণ এই পৃথিবী।

২. আকাশে দেখা যায় ----------, গ্রহ-নক্ষত্র।

৩. হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ----------- বলা হয়।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১। সুন্দর আমাদের	পাখি।
২। ডালে ডালে	ঈশ্বর বলা হয়।
৩। স্রষ্টার রয়েছে	এ পৃথিবী।
৪। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে	গৌতম বুদ্ধ।
৫। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে	অনেক নাম।
	পরিপূর্ণ এ পৃথিবী।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. আকাশে কী দেখা যায়?

ক. সূর্য — খ. গাছ

গ. পর্বত — ঘ. ফুল

২. আমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে?

ক. শস্যক্ষেত্র — খ. সাগর

গ. সমভূমি — ঘ. আকাশ

৩. সমস্ত সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন?

ক. কার্তিক — খ. গণেশ

গ. স্রষ্টা — ঘ. সরস্বতী

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. আমাদের এই পৃথিবী কেমন?

২. বৌদ্ধরা কার অনুশাসন মেনে চলে?

৩. ইংরেজিতে ঈশ্বরকে কী বলা হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. পৃথিবীতে কী কী রয়েছে?

২. স্রষ্টাকে যেসব নামে ডাকা হয় তা লেখো।

৩. ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা– ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

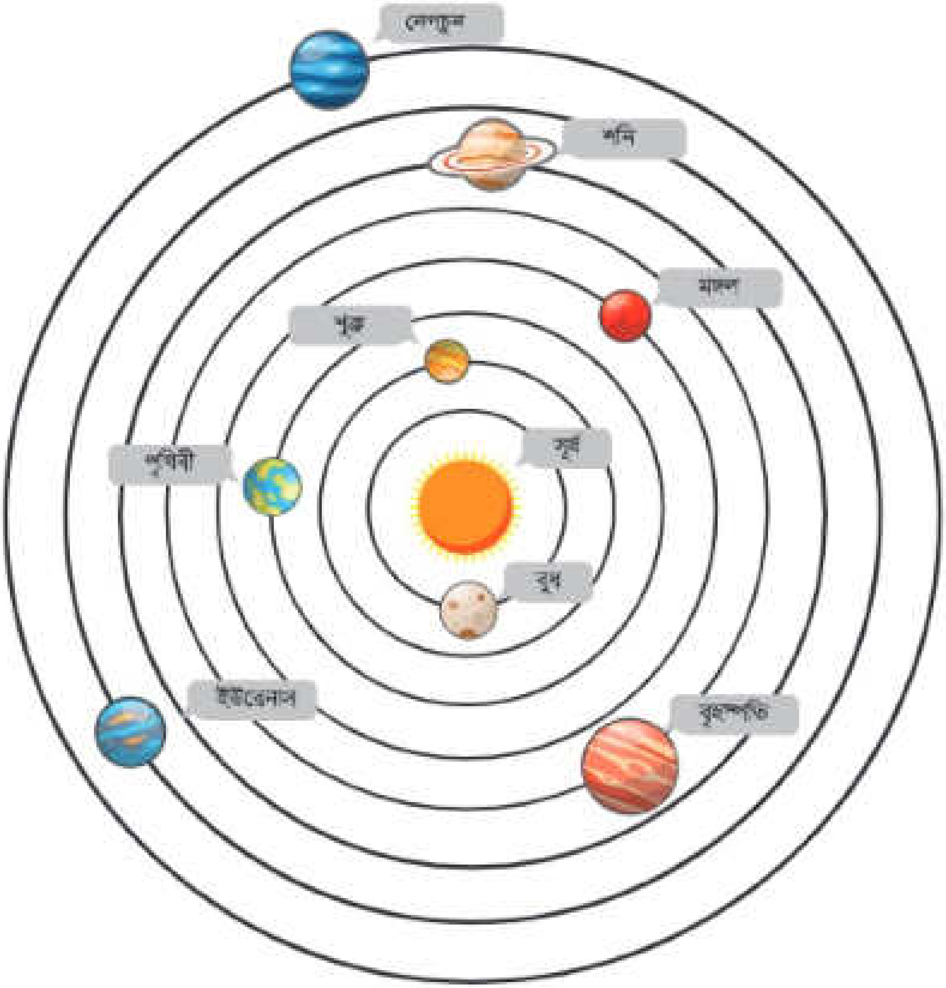

সৌরজগৎ

উপরের ছবিটি দেখে তোমরা শ্রেণিতে একটি সৌরজগৎ সৃষ্টি করো। তোমাদের মধ্যে একজন বন্ধু সূর্য ও অন্যরা এক একজন গ্রহ হবে। ছবির মতো করে যার যার জায়গায় দাঁড়াও। যে যে-গ্রহের ভূমিকায় অভিনয় করবে সেই গ্রহের নাম বলো।

এই সৌরজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?

ঈশ্বর সকল শক্তির অধিকারী। তিনি জগতের সকল জায়গায় রয়েছেন। তিনি শুধু পৃথিবীই সৃষ্টি করেননি। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে বিশাল এক জগৎ। একে মহাবিশ্ব বলা হয়। সে সবের স্রষ্টাও তিনি।

প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে আর সন্ধ্যায় অস্ত যায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে। শুধু পৃথিবী নয়, ঘুরছে অনেক গ্রহ-উপগ্রহ। এসব নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। এ মহাবিশ্বের সবকিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মেই দিন ও রাত হয়। ঋতুর পরিবর্তন হয়। ঘটে সব প্রাকৃতিক ঘটনা। এসব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

রাতের আকাশ

সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। আমাদের জন্ম-মৃত্যু তাঁরই দান। অসীম তাঁর ক্ষমতা। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছু নেই। অনেক কিছু আমাদের চোখে পড়ে না। অনেক কিছু এখনও আমরা ভাবতে পারিনি। ঈশ্বর সে সবেরও স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করেন। তিনি পালন করেন। আবার তিনিই ধ্বংস করেন। এভাবেই তিনি তাঁর শক্তি দিয়ে মহাবিশ্বকে ধারণ করেন।

এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধারণ করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লেখো:

প্রিয় ঈশ্বর,

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

ইতি

তোমার

... ...

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. পৃথিবী সৌরজগতের ---------।

২. সমগ্র --------- তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

৩. পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে বিশাল এক---------।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ঈশ্বর	সূর্য ওঠে।
২. প্রতিদিন সকালে	একটি গ্রহ।
৩. অসীম	তাঁর ক্ষমতা।
৪. পৃথিবী সৌরজগতের	তাঁর দুর্বলতা।
৫. সূর্যকে কেন্দ্র করে	সকল শক্তির অধিকারী।
	পৃথিবী ঘোরে।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. প্রতিদিন সন্ধ্যায় কী অস্ত যায়?

ক. চন্দ্র　　খ. সূর্য

গ. পৃথিবী　　ঘ. তারা

২. মহাবিশ্বের সবকিছু নির্দিষ্ট কী মেনে চলে?

ক. আইন　　খ. নিয়ম

গ. বিধি　　ঘ. নির্দেশ

৩. কে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন?

ক. মানুষ　　খ. ঈশ্বর

গ. দেবতা　　ঘ. দৈত্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. মহাবিশ্ব কী?

২. সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন- বুঝিয়ে বল।

৩. ঈশ্বর সকল শক্তির অধিকারী।- ব্যাখ্যা করো।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. সৌরজগৎ কী কী নিয়ে গঠিত?

২. মহাবিশ্ব কী?

৩. দিন-রাত কীভাবে হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকে ভালোবাসা

তুমি কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসো? এ সম্পর্কে নিচে তিনটি বাক্য লেখো:

১.

২.

৩.

ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সকল জীবের মধ্যে তিনি আছেন। আছেন তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে। তিনি আছেন বলেই আমাদের জীবন আছে। প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টি। প্রকৃতিতে আছে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর মতো সবকিছু। প্রকৃতিকে নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি। এভাবে তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। তাই আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব। বিশ্বাস করব। আমরা তাঁকে ভালোবাসব। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাঁকে ভক্তি করব।

গাছের পরিচর্যা

জীবের প্রতি ভালোবাসা

ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। এজন্য আমরা জীবকে ভালোবাসব। কারণ জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

তাই আমরা কোনো জীবকেই অবহেলা করব না। জীবকে অবহেলা করলে ঈশ্বরকে অবহেলা করা হয়। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। এতে তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি আমাদের মঙ্গল করেন। এছাড়া উপাসনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি। ভালোবাসতে পারি। এভাবে আমরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব।

ঈশ্বরকে ভালোবাসা জানিয়ে উপাসনা অথবা প্রার্থনা করো।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ঈশ্বর সকল জীবকে -------- করেছেন।

২. ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে -------- ।

৩. ঈশ্বর -------- জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. আমরা তাঁকে	আমরা বেঁচে থাকি।
২. প্রকৃতিকে নির্ভর করে	অবহেলা করব না।
৩. আমরা কোনো জীবকেই	শ্রদ্ধা করব।
৪. ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য আমরা	কাজ করব।
৫. জীবকে ভালোবাসলে	তাঁকে ভক্তি করব।
	ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"– কথাটি কে বলেছেন?

ক. মা আনন্দময়ী　　খ. প্রভু জগদ্বন্ধু
গ. স্বামী প্রণবানন্দ　　ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ

২. কে আমাদের লালন-পালন করেন?

ক. ঈশ্বর　　খ. কালী
গ. লক্ষ্মী　　ঘ. ইন্দ্র

৩. ঈশ্বরের প্রতি আমরা কীরূপ হব?

ক. বিরক্ত　　খ. কৃতজ্ঞ
গ. অকৃতজ্ঞ　　ঘ. কৃতঘ্ন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন?
২. আমরা কাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করব?
৩. কে আমাদের মঙ্গল করেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা বর্ণনা করো।
২. আমরা সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসব কেন?
৩. ঈশ্বরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ কেন?
৪. "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"– ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপাসনা ও প্রার্থনা

স্রষ্টার গুণবাচক কয়েকটি নাম লেখো:

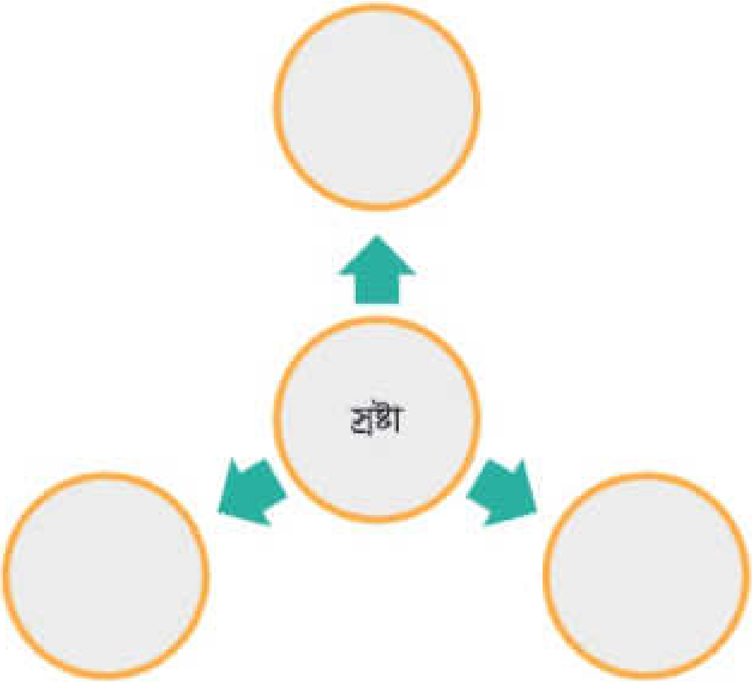

উপাসনা

ঈশ্বর আছেন। কিন্তু কীভাবে আমরা তাঁকে জানব? কীভাবে তাঁকে উপলব্ধি করব? ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর উপাসনা করতে হবে। উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে স্মরণ করা। একমনে তাঁকে ডাকা। তাঁর আরাধনা করা। তাঁর গুণকীর্তন, স্তব-স্তুতি, পূজা, ধ্যান, জপ ইত্যাদির মাধ্যমে উপাসনা করা। দয়াময়, কৃপাময়, করুণাময় ইত্যাদি ঈশ্বরের গুণবাচক নাম। বারবার এই নামগুলো উচ্চারণ করব। সুর করে তাঁর নামগান করব। এভাবে উপাসনা করা যেতে পারে। আবার নীরবেও উপাসনা করা যায়। ঈশ্বরকে নিরাকার বা সাকার দুভাবেই উপাসনা করা যায়। সাকার উপাসনায় দেব-দেবীর প্রতিমা বা ছবির সামনে বসতে হয়। পূজা করতে হয়। যজ্ঞ করতে হয়। নিরাকার উপাসনা জপ, ধ্যান, গুণকীর্তনের মাধ্যমে করা হয়। উপাসনা একটি নিত্যকর্ম। প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় উপাসনা করতে হয়। উপাসনা করলে

পদ্মাসন

সুখাসন

দেহ-মন পবিত্র হয়। উপাসনার সময় আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে সোজা হয়ে উপাসনায় বসতে হয়। উপাসনায় বিশেষ আসনে বসতে হয়। যেমন পদ্মাসন, সুখাসন। নিয়মিত আসন অভ্যাসে শরীর সুস্থ থাকে।

সবাই ভক্তি সহকারে বলো:

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা-
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি,
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা-
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সমবেত প্রার্থনা

প্রার্থনা

উপাসনার একটি দিক প্রার্থনা। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া। ঈশ্বর মহান। আমরা তাঁর সৃষ্টি। প্রার্থনার সময় আমাদের এরূপ মনোভাব থাকা উচিত। ভালো হওয়ার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হবে– "হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে ভালো পথে নিয়ে যাও। কল্যাণের পথ দেখাও। আলোর পথ দেখাও। তুমি সকল জীবের মঙ্গল করো।"

প্রার্থনা একা করা যায়। সমবেতভাবে করা যায়। নীরবে করা যায়। সরবে করা যায়। সমবেত প্রার্থনায় সবাই একত্রিত হয়। এতে সবার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রার্থনায় ধীর-স্থির হয়ে বসতে হয়। হাত জোড় করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে হয়। নিজের ভালো চাইতে হয়। অন্যের ভালো চাইতে হয়। সকল জীবের কল্যাণ কামনা করতে হয়। ঈশ্বর যেন তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালো রাখেন। সবাইকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই প্রার্থনা করতে হয়। কোনো শুভ কাজের শুরুতে কিংবা বিপদে পড়লে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। এছাড়া যে কোনো অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যায়।

উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে। আমাদের দেহ-মন ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকে। তাই নিয়মিত উপাসনা ও প্রার্থনা করব।

উপাসনা ও প্রার্থনা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা সৎ ও ধার্মিক হতে পারি। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। তাই উপাসনা ও প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপাসনা ও প্রার্থনার উপকারিতা নিয়ে দলে আলোচনা করো এবং বলো:

কীভাবে প্রার্থনা করা যায় নিচের ছকে লেখো:

১ ---

২ ---

৩ ---

৪ ---

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. উপাসনার অর্থ হলো ------- স্মরণ করা।

২. উপাসনা করলে ------- পবিত্র হয়।

৩. প্রার্থনা হলো -------- কাছে কিছু চাওয়া।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. উপাসনার একটি দিক	সবাই একত্রিত হয়।
২. হাত জোড় করে	মনোযোগ বাড়ে।
৩. সমবেত প্রার্থনায়	প্রার্থনা।
৪. উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে	ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।
	একটি দিক পূজা।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. উপাসনা একটি–

ক. নিত্যকর্ম　　খ. অনিত্যকর্ম

গ. সাপ্তাহিক কর্ম　　ঘ. বাৎসরিক কর্ম

২. "বিপদে মোরে রক্ষা করো..." গানটির রচয়িতা কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　খ. কাজী নজরুল ইসলাম

গ. রজনীকান্ত সেন　　ঘ. জীবনানন্দ দাশ

৩. কোন দিকে মুখ করে উপাসনায় বসতে হয়?

ক. উত্তর বা দক্ষিণ　　খ. পূর্ব বা পশ্চিম

গ. উত্তর বা পূর্ব　　ঘ. পূর্ব বা দক্ষিণ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য কী করতে হয়?

২. উপাসনা কী?

৩. দুটি বিশেষ আসনের নাম লেখো।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. কীভাবে উপাসনা করতে হয়?

২. উপাসনা ও প্রার্থনা করলে কী হয়?

৩. 'বিপদে মোরে রক্ষা করো' প্রার্থনা সংগীতটির মূলভাব লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

ছবির নিচে নাম লেখো:

আমাদের সমাজে কিছু অসাধারণ মানুষ আছেন। এঁদের অনেক গুণ। এঁরা শুধু নিজের কথা ভাবেন না। সমাজ ও দেশের কথা ভাবেন। সকলের মঙ্গলের কথা ভাবেন। সকলকে ভালোবাসেন। সকলের সুখ-শান্তির জন্য কাজ করেন। পরোপকারই তাঁদের জীবনের সাধনা। জগতের কল্যাণ করাই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। এঁরা মহান। এঁরা অলৌকিক গুণসম্পন্ন। এঁরা জ্ঞান চর্চা করেন। মানুষের কল্যাণের কথা বলেন। মানুষকে ধর্মপথে চলার শিক্ষা দেন। সুন্দর সমাজ গঠনে রয়েছে এঁদের অনেক অবদান। এঁরা ধর্মীয় ব্যক্তি বা মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী।

আমাদের ধর্মে অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী আছেন– শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, হরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, সারদা দেবী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভগিনী নিবেদিতা, মা আনন্দময়ী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, হরিচাঁদ ঠাকুর, সারদা দেবী, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ী সম্পর্কে জানব:

স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী প্রণবানন্দ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বাজিতপুর গ্রাম। তাঁর পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া। মাতা সারদা দেবী। বিষ্ণুচরণ ছেলের নাম রাখেন জয়নাথ। পরে নাম দেন বিনোদ।

স্বামী প্রণবানন্দ

বিনোদ বাজিতপুর গ্রামের ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি ছিলেন শিবের ভক্ত। ছোটবেলা থেকেই তিনি ধ্যান করতেন। বিনোদ কীর্তন খুব পছন্দ করতেন। তিনি বন্ধুদের নিয়ে একটি কীর্তনের দল গঠন করেন।

বিনোদ ছিলেন খুব সংযমী ও পরিশ্রমী। বন্ধুদেরও তিনি সংযমী হতে বলতেন। বিনোদ বন্ধুদের নিয়ে আশ্রম গড়ে তোলেন। তাঁর পরিচয় হয় তপস্বী ব্রহ্মচারী হিসেবে। তখন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। মাদারীপুর ছিল বিপ্লবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র। বিনোদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করেন। বিভিন্ন জেলা থেকে বিপ্লবীরা এসে আশ্রমে আশ্রয় নেন।

পিতার মৃত্যুর পর মায়ের আদেশে বিনোদ গয়াধামে যান। গয়ায় মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দান করেন। পিণ্ডদানের সময় তীর্থযাত্রীদের উপর পাণ্ডাদের অত্যাচার দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তিনি সংকল্প করেন হিন্দুদের তীর্থসমূহ সংস্কার করতে হবে। গ্রামে ফিরে বিনোদ মাদারীপুর, বাজিতপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এসবের মাধ্যমে গরিব-দুঃখীদের সেবা দিতে থাকেন।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিনোদ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় স্বামী প্রণবানন্দ। এ সময় তিনি গৈরিক বেশ ধারণ করেন। অর্থাৎ গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরেন।

তীর্থযাত্রীরা যাতে সহজে পুণ্যকর্ম করতে পারে স্বামী প্রণবানন্দ সে ব্যবস্থা করেন। প্রথমেই তিনি গয়ায় সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এটা 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' নামে খ্যাতি লাভ করে। পরে বিভিন্ন স্থানে ভারত সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রণবানন্দ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করতেন না। তিনি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেন। মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তিনি সনাতন আদর্শে সংগঠিত হওয়ার কথা বলতেন। তিনি বলেন, 'আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযম অভ্যাস করবে। দুর্বল ব্যক্তি আত্মজ্ঞান ও মুক্তি লাভ করতে পারে না।'

তিনি সংঘ ও সংঘশক্তির ওপর জোর দিতেন। সংঘনেতার গুরুত্বের কথা বলতেন। তিনি বলেন, 'সংঘ, সংঘশক্তি ও সংঘনেতা– এই তিনে মিলে হয় এক।'

স্বামী প্রণবানন্দের বাণী শুনে মানুষ নতুন জীবন পায়। অসংখ্য মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। স্বামী প্রণবানন্দ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

২০২৫

আমরা স্বামী প্রণবানন্দের অবদান সম্পর্কে জানলাম। এবার তুমি তাঁর অবদান সম্পর্কে লেখো:

১ ....
....

২ ....
....

৩ ....
....

মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ী ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার খেওড়া গ্রামে তাঁর মামা বাড়িতে। তাঁর পিতার নাম বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য। মাতার নাম মোক্ষদাসুন্দরী। তাঁর পিতার বাড়ি ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বিদ্যাকুট গ্রামে।

মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম নির্মলা সুন্দরী। তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সাধক। একদিন নির্মলা বাবাকে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা বাবা, হরিকে ডাকলে কী হয়?' বাবা বললেন, 'হরিকে ডাকলে মঙ্গল হয়।' তখন থেকে নির্মলা হরিকে ডাকা শুরু করে।

মা আনন্দময়ী

বিক্রমপুরের রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে নির্মলার বিয়ে হয়। রমণীমোহন ঢাকার শাহবাগে নবাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। নির্মলা স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। পাশেই ছিল রমনা কালীবাড়ি। তিনি নিয়মিত সেখানে যেতেন। নিয়মিত সাধনা করতেন। এ কালীবাড়ির পাশে মা আনন্দময়ীর আশ্রম গড়ে ওঠে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মূল আশ্রমটি ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তীতে সেখানে আশ্রমটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ।

নির্মলা হরিনাম করতেন। হরিনাম করার সময় কখনো কখনো তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। শরীর থেকে দিব্যজ্যোতি বের হতো। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেকে শান্তি পেত। অনেক অসুস্থ রোগী সুস্থ হয়ে উঠত। এ থেকে সবাই বুঝতে পারল, তিনি দেবী। তখন থেকে তাঁর নাম হয় 'মা আনন্দময়ী'।

পরবর্তী সময়ে স্বামীর সঙ্গে তিনি ভারতের দেরাদুনে চলে যান। সেখানে তাঁর সাধনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তাঁর শিষ্য হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মা আনন্দময়ীর নামে আশ্রম গড়ে ওঠে। তাঁর জন্মস্থান

খেতড়াতে তাঁর নামে একটি আশ্রম আছে। একটি উচ্চবিদ্যালয় আছে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট মা আনন্দময়ী পরলোক গমন করেন। তাঁর মরদেহ ভারতের হরিদ্বারের নিকট কনখল আশ্রমে সমাধিস্থ করা হয়।

মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে তথ্য নিয়ে নিচের বৃত্তাকার ঘরগুলো পূরণ করো:

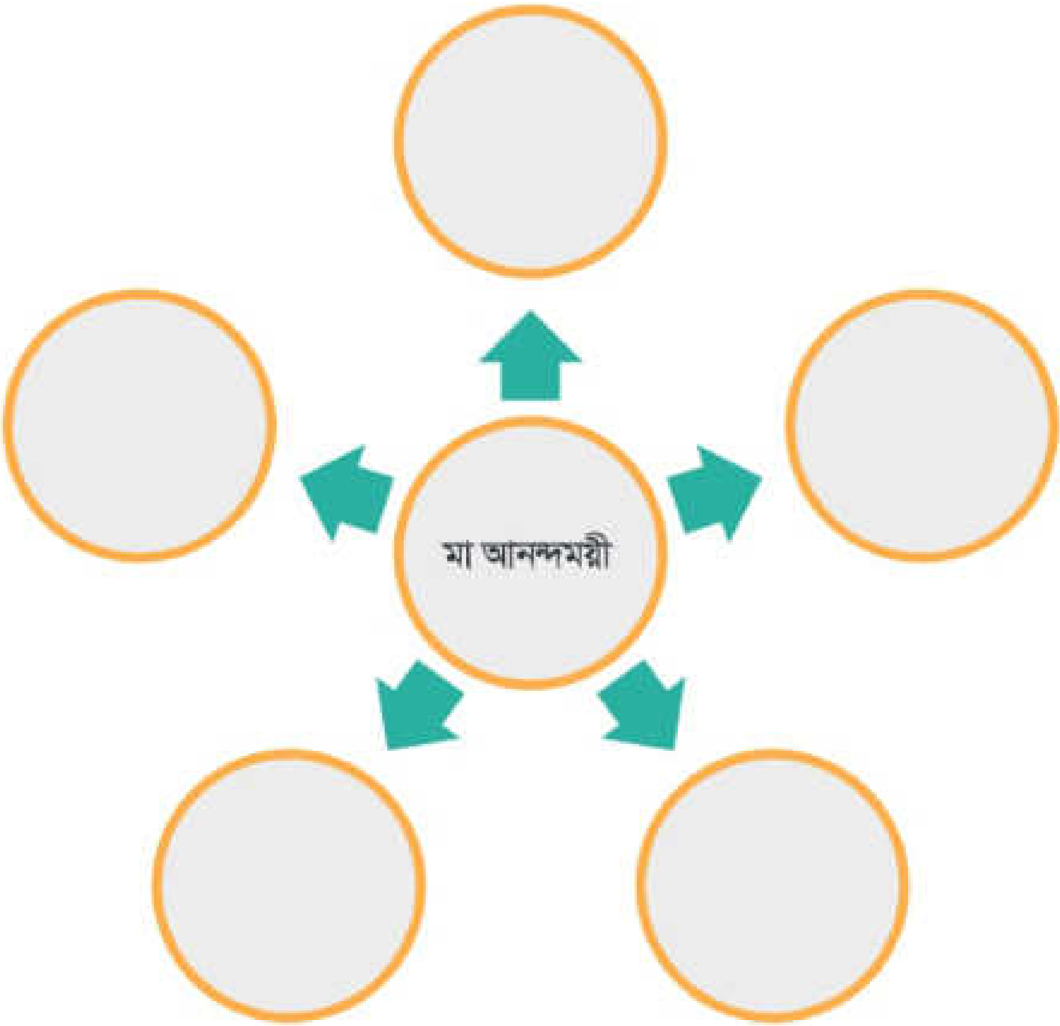

মা আনন্দময়ী বলতেন, 'সংসারটা ভগবানের। কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া মানুষের কর্তব্য।' আরো বলতেন, 'জগতে মত ও পথের শেষ নেই। সব পথেই সত্যকে পাওয়া যায়। সব ধর্ম সমান। সব মানুষ সমান।' শিশুদের জন্য তাঁর অনেক নৈতিক শিক্ষামূলক উপদেশ আছে। যেমন-

(১) ভগবানের নাম করবে। তাতে মঙ্গল হবে।

(২) গুরুজন ও বাবা-মায়ের কথা শুনবে। ভালো করে লেখাপড়া শিখবে।

(৩) অন্তরে যদি ভগবানের প্রতি ভালোবাসা থাকে, ভক্তি থাকে তাহলে আর ভয় নেই।

নিচের তথ্যগুলো অনুসরণ করে একজন মহাপুরুষের জীবন-প্রবাহ তৈরি করো:

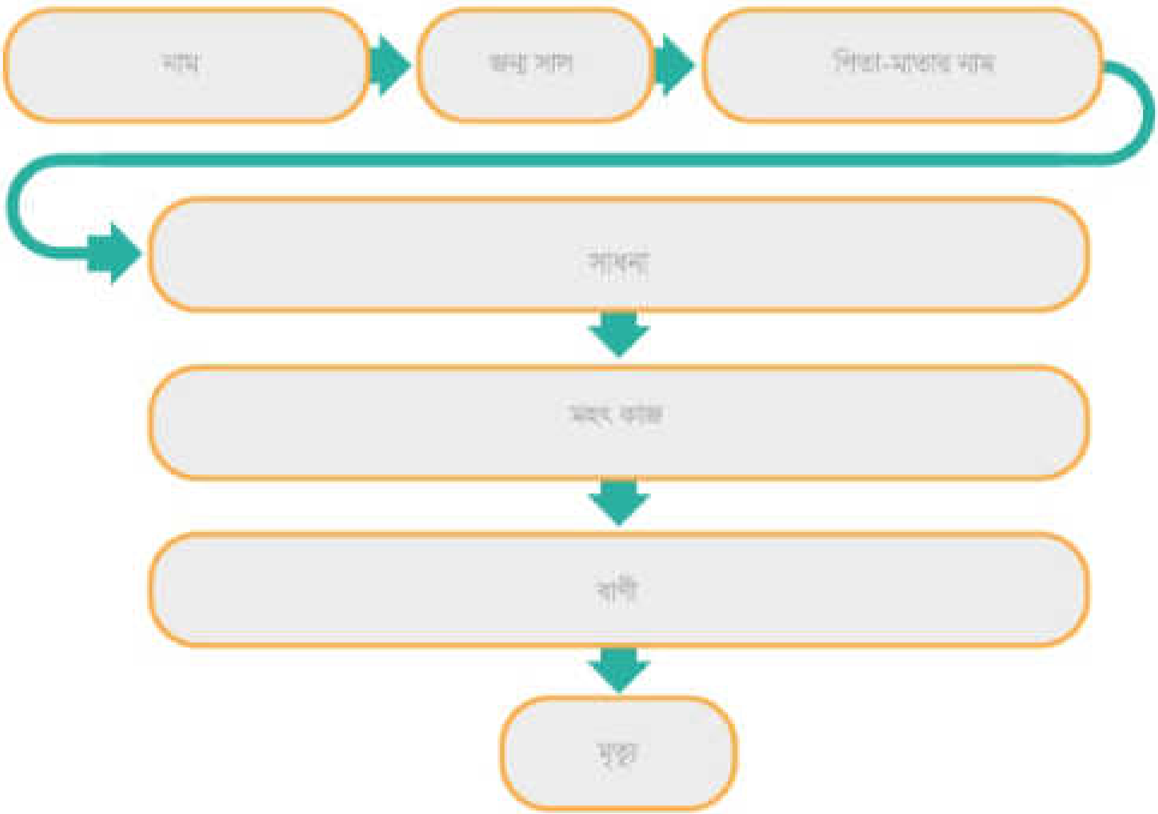

যাচাই করি

নিচের সালগুলোতে কী হয়েছিল? বলো:

১৮৯৬	
১৯২৪	
১৯৮২	
১৯৪১	

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আমাদের সমাজে কিছু ------- মানুষ আছেন।

২. স্বামী প্রণবানন্দ -------- খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম -------- ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. স্বামী প্রণবানন্দের জন্মস্থান	নাম করবে।
২. স্বামী প্রণবানন্দ ছিলেন	কথা শুনবে।
৩. মা আনন্দময়ীর স্বামী	বাজিতপুর।
৪. ভগবানের	শিবের ভক্ত।
৫. গুরুজন ও বাবা-মায়ের	রমণীমোহন।
	খেওড়া।

২০২৫

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. স্বামী প্রণবানন্দের পিতার নাম–

ক. বিষ্ণুচরণ　　খ. চণ্ডীচরণ

গ. বিষ্ণুশর্মা　　ঘ. শ্যামাচরণ

২. স্বামী প্রণবানন্দ গয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন–

ক. সেবাশ্রম　　খ. বৃদ্ধাশ্রম

গ. আনন্দাশ্রম　　ঘ. বিদ্যালয়

৩. "ভগবানের নাম করবে। এতে মঙ্গল হবে।"– বাণীটি কার?

ক. সারদা দেবী　　খ. মা আনন্দময়ী

গ. স্বামী প্রণবানন্দ　　ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ

৪. মা আনন্দময়ী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. খেওড়া　　খ. ওড়াকান্দি

গ. শেওড়া　　ঘ. হরিদ্বার

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. স্বামী প্রণবানন্দের একটি বাণী লেখো।

২. মা আনন্দময়ীর পিতার নাম কী?

৩. মা আনন্দময়ী কোথায় নিয়মিত সাধনা করতেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. মহাপুরুষ কাকে বলে?

২. স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী ও উপদেশ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

৩. মা আনন্দময়ীর সাধন-জীবন বর্ণনা করো।

২০১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবনাদর্শ অনুসরণ

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ী সম্পর্কে জেনেছি। তাঁদের জীবনাদর্শ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারি। ভালো মানুষ হতে পারি। চরিত্রবান ও উদার হতে পারি। মানুষ ও জগতের মঙ্গল করতে পারি।

স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছ, তা নিচে লেখো:

প্রথম পরিচ্ছেদে মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছ, তা নিচে লেখো:

স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনের আদর্শগুলো তুলে ধরা হয়েছে। মিলিয়ে নাও।

স্বামী প্রণবানন্দের জীবনাদর্শ থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো:

. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা।
. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
. ধর্মীয় মনোভাব জাগিয়ে তোলা।
. সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।
. একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা।
. মন্দির প্রতিষ্ঠা করা।
. সনাতন আদর্শে সংগঠিত হওয়া।
. ধর্মের আদর্শ মেনে চলা।
. আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হওয়া।
. দুর্বলতা ত্যাগ করা।
. স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

মা আনন্দময়ীর জীবনাদর্শ থেকে আমরা যা জানতে পারি তা হলো:

. ভগবানকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা।
. মা-বাবা ও গুরুজনদের ভক্তি করা।
. তাঁদের কথা মেনে চলা।
. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
. সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা।
. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা।
. উদার হওয়া।
. নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা।
. নিয়মিত লেখাপড়া করা।
. জ্ঞান অর্জন করা।

আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। নিজের জীবন ও কর্মে তার প্রতিফলন ঘটাব। মানুষ তথা সকল জীবের কল্যাণে কাজ করব। অন্যদেরকে তাঁদের আদর্শ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করব। এতে আমাদের সকলের মঙ্গল হবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

তুমি স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনের কোন কোন আদর্শ অনুসরণ করো, নিচে লেখো:

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. চরিত্রবান ও -------- হতে পারি।

২. মানুষ ও জগতের --------- করতে পারি।

৩. মানুষে মানুষে --------- না করা।

৪. সকল ধর্মের প্রতি --------- থাকা।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে	দায়িত্ব পালন করা।
২. সকল মানুষকে সমান	নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
৩. নিষ্ঠার সাথে	দৃষ্টিতে দেখা।
	জ্ঞান অর্জন করা।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. "আহারে, বিহারে ও আলাপে সংযমী হওয়া।"– কার শিক্ষা?

ক. স্বামী প্রণবানন্দ　　খ. স্বামী বিবেকানন্দ

গ. স্বামী স্বরূপানন্দ　　ঘ. স্বামী সদানন্দ

২. স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে কে বলেছেন?

ক. মা আনন্দময়ী　　খ. স্বামী প্রণবানন্দ

গ. সারদা দেবী　　ঘ. লোকনাথ ব্রহ্মচারী

৩. "মা-বাবা ও গুরুজনদের ভক্তি করা।"– শিক্ষাটি কার?

ক. রাণী রাসমণির　　খ. মা আনন্দময়ীর

গ. ভগিনী নিবেদিতার　　ঘ. সারদা দেবীর

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. দুর্বলতা ত্যাগ করার কথা কে বলেছেন?

২. মা আনন্দময়ীর দুটো জীবনাদর্শ লেখো।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব কেন?

২. স্বামী প্রণবানন্দের কোন পাঁচটি জীবনাদর্শ তুমি অনুসরণ করবে তা লেখো।

৩. মা আনন্দময়ীর যে পাঁচটি জীবনাদর্শ তুমি অনুসরণ করবে তা লেখো।

৪. কীভাবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে?

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবিকতা

তুমি একটা ভালো/ মন্দ কাজের নাম লেখো। তোমার বন্ধু ঠিক বিপরীত কাজটির নাম লিখবে। এভাবে এসো আমরা একটি ভালো-মন্দ কাজের খেলা খেলি।

ভালো কাজ	মন্দ কাজ

মানুষের প্রধান গুণ মানবিকতা। নৈতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সৃষ্টি হয় মানবিকতা। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজে বসবাসের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি পালন করতে হয়। এজন্য মানুষ সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকে। একে অন্যকে সহযোগিতা করে। মানুষ ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করে সততার সাথে কাজ করে। কয়েকটি নৈতিক ও মানবিক গুণ হলো স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, সততা, সত্যবাদিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, উদারতা, পরোপকার ইত্যাদি।

সৎ পথে চলা। কথার সঙ্গে মিল রেখে কাজ করা। এসব হলো সততা।

সত্যবাদিতা হলো সত্য কথা বলা।

একে অন্যকে শ্রদ্ধা করা হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।

অন্যের কষ্ট নিজের বলে মনে করা। সে অনুযায়ী তাকে সহায়তা করা হলো সহমর্মিতা।

শুধু নিজের কথা না ভেবে অন্যের কথা ভাবা হলো উদারতা।

পরের উপকার করাই হলো পরোপকার।

আমরা প্রতিদিন নানান কাজ করে থাকি। এর মধ্যে আছে কিছু ভালো কাজ। কিছু মন্দ কাজ। যে কাজগুলো সবার জন্য মঙ্গলজনক, তা ভালো কাজ। আর যে কাজ সবার জন্য ক্ষতিকর, তা মন্দ কাজ। তাই কোনো কাজ করার আগে ভাবা উচিত, সেটা ভালো না মন্দ কাজ।

রোগীর সেবা

ছবির পাঁচটি আঙুলে পাঁচটি ভালো কাজের নাম লেখো। দেখো তোমার পাশের বন্ধুর পাঁচটি কাজের সঙ্গে তোমার কয়টি মেলে।

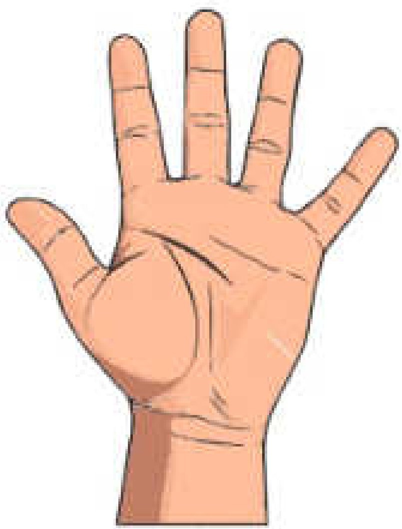

হাত

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. মানুষ ---------- হয়ে বসবাস করে।

২. --------- হলো সত্য কথা বলা।

৩. আমরা প্রতিদিন ---------- কাজ করে থাকি।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. নৈতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে	পরোপকার।
২. সমাজে বসবাসের জন্য	সৃষ্টি হয় মানবতা।
৩. পরের উপকার করাই হলো	মিথ্যা কথা বলা।
	কিছু নিয়ম-নীতি পালন করতে হয়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. মানুষের প্রধান গুণ–

ক. মানবিকতা　　খ. অমানবিকতা

গ. মিথ্যা বলা　　ঘ. হিংসা করা

২. সততা একটি–

ক. মানবিক গুণ　　খ. সম্প্রীতির গুণ

গ. মমত্ব গুণ　　ঘ. সুস্থতার গুণ

৩. একে অন্যকে শ্রদ্ধা করা হলো–

ক. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ　　খ. উদারতা

গ. পারস্পরিক ভালোবাসা　　ঘ পরোপকার

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. মানুষ কীভাবে বসবাস করে?

২. সত্যবাদিতা কী?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. 'মানুষের প্রধান গুণ মানবিকতা।'– ব্যাখ্যা করো।

২. ভালো কাজ ও মন্দ কাজ বলতে কী বোঝ? আলোচনা করো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরোপকার

ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে পাশে লেখো:

পরোপকারী মানুষ সবসময় অন্যের কথাই ভাবেন। নিজের জন্য ভাবেন না। পরোপকারী নিজের কাজের বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করেন না। এরূপ যাঁরা তাঁরা মহৎ। আমাদের সমাজে অনেক পরোপকারী আছেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থে অনেক পরোপকারের কাহিনি পাওয়া যায়। এ রকম একটি কাহিনি এসো পড়ি।

ভীমের পরোপকার

মহাভারতের কাহিনিতে পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব ছিলেন ভীম। ভীম প্রবল শক্তির অধিকারী ছিলেন। রাজ্য নিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ছিল ভীষণ শত্রুতা। কৌরবেরা একশত ভাই ছিল। তারা সবসময় পাণ্ডবদের হিংসা করত। কৌরবরা একবার পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা কৌশলে একটা জতুগৃহ তৈরি করেছিল। মা কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব এই জতুগৃহে ছিল। গৃহে আগুন দেয়া হলো। কিন্তু তারা বেঁচে গেল। আগুন লাগার আগেই তারা পালিয়ে বাঁচল। এক ব্রাহ্মণের গৃহে তারা আশ্রয় নিল। সেখানে ব্রাহ্মণের বেশে তারা বাস করতে লাগল। একদিন ঐ গৃহে কান্নাকাটির শব্দ শোনা গেল। সেদিন ভীম মায়ের কাছে ছিলেন। অন্য চার ছেলে তখন ঘরের বাইরে। মা কুন্তী কাছে গিয়ে কান্নার কারণ জানতে পারলেন।

সে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। নগরীর নাম একচক্রা। এই নগরীর একদিকে একটি বন আছে। বক নামে এক রাক্ষস সেই বনে বাস করে। প্রত্যেকদিন তাকে খেতে দিতে হয়। এই খাবার হলো একজন মানুষ, দুটি মহিষ এবং প্রচুর ভাত। সেইসঙ্গে দই মিষ্টি তো আছেই। এর অন্যথা হলে সে সবাইকে মেরে ফেলবে। এক এক দিন এক এক পরিবার থেকে তার জন্য খাবার পাঠানো হয়। সেই হিসেবে আজ ব্রাহ্মণ পরিবারের পালা। এই পরিবার থেকে যে-কোনো একজনকে যেতে হবে। এখন কে যাবে! তাই নিয়ে কান্নাকাটি। কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না।

সব কথা শুনে কুন্তী তাদের বললেন, কাউকে যেতে হবে না। কোনো চিন্তা করবেন না। আমার পাঁচ ছেলে আছে। এদের একজন যাবে আপনাদের পক্ষ হয়ে।

তখন গৃহস্বামী বললেন, এটা কেমন করে হয়? শরণার্থী হিসেবে আপনারা আমাদের কাছে আছেন। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের কোনো বিপদে ফেলতে পারব না। কুন্তী ব্রাহ্মণকে অভয় দিলেন।

মা কুন্তী ভীমকে সব কথা বললেন। ভীম শুনে খুব খুশি। ভীম একে তো মহাবীর ও যোদ্ধা। তার ওপর খেতে ভালোবাসেন। তিনি একটি পরিবারকে বাঁচাতেও পারবেন। পরদিন ভীম বক রাক্ষসের এলাকায় গেলেন। বক তখন কাছে ছিল না। ভীম বসে মনের আনন্দে খাবার খেতে লাগলেন। রাক্ষস ফিরে এসে তো অবাক! তার খাবার একজন মানুষ খাচ্ছে। লোকটার সাহস তো কম নয়। সে একটা গাছের কাণ্ড দিয়ে ভীমকে পেটাতে লাগল। ভীম কিছুই বললেন না। মনে মনে হাসতে লাগলেন। পিঠে একটু সুড়সুড়ি লাগছিল, এই যা। একসময় খাওয়া শেষ হলো। দই খেয়ে হাত মুখ ধুলেন। তারপর ভীম বক রাক্ষসকে আক্রমণ করলেন এবং মেরে ফেললেন।

ভীম ও ক্ষুব্ধ বক রাক্ষস

কুন্তী পরোপকারী। ভীমও পরোপকারী। পরোপকারী ভীমের জন্য একটি নগর রক্ষা পেল।

একটি পরোপকারের কথা বলো যেটা তুমি করতে চাও।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দ্বিতীয় পাণ্ডব ছিলেন ---------- ।

২. কৌরবেরা ---------- ভাই ছিল।

৩. পরোপকারী ভীমের জন্য একটি -------- রক্ষা পেল।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. পরোপকারী মানুষ সবসময়	অধিকারী ছিলেন।
২. আমাদের সমাজে অনেক	অন্যের কথা ভাবেন।
৩. ভীম প্রবল শক্তির	পরোপকারী আছেন।
৪. মা কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব	ভীম
৫. পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব ছিল	মহাবীর ও যোদ্ধা
	জতুগৃহে ছিলেন।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ভীম কততম পাণ্ডব?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

২. ভীমের মায়ের নাম কী?

ক. কুন্তী খ. মাদ্রী

গ. গান্ধারী ঘ. দুঃশলা

৩. নগরীর নাম কী ছিল?

ক. হস্তিনাপুর খ. দ্বিচক্রা

গ. একচক্রা ঘ. ইন্দ্রপ্রস্থ

৪. কে বক রাক্ষসকে বধ করেন?

ক. যুধিষ্ঠির খ. ভীম

গ. নকুল ঘ. সহদেব

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ভীম কেমন ছিলেন?

২. বক রাক্ষস কোথায় বাস করত?

৩. কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল?

৪. পাণ্ডবেরা কত ভাই ছিল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. 'পরোপকার একটি মানবিক গুণ।'– ব্যাখ্যা করো।

২. বক রাক্ষস সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখো।

৩. ভীমের পরোপকার উপাখ্যান থেকে শিক্ষা নিয়ে তোমার বিপদগ্রস্ত বন্ধুর উপকার কীভাবে করবে তা লেখো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যায়-অন্যায়

যা যথার্থ, যা সঠিক তাই ন্যায়। যা ঠিক নয় তাই অন্যায়। 'ন্যায়' মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ন্যায় হলো ভালো কাজ করা। অন্যায় না করা। সুস্থ সমাজ গঠনে প্রয়োজন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায় প্রতিরোধ করা। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। এ থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধও অর্জিত হয়। ফলে আমরা ভালো-মন্দ বিচার করতে পারব। সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য করতে পারব। কল্যাণ-অকল্যাণ, পাপ-পুণ্য বুঝতে পারব। দোষ-গুণের পার্থক্য করতে পারব। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হলেই উন্নত জাতি গঠিত হবে। তাই নৈতিক মূল্যবোধ খুব প্রয়োজন। সমাজ-জীবনে মূল্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূল্যবোধের অভাবে সমাজে সৃষ্টি হয় নৈতিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা। এর ফলে মানুষ অন্যায়ের দিকে যায়। সমাজের মঙ্গলের জন্য মূল্যবোধ চর্চা করতে হবে। মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ জাগ্রত করতে হবে। এতে জীবনে পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা আসবে।

ছবিটি রং করো

বলতো ছবিটি কীসের?

এটা মহাভারতের যুদ্ধের ছবি। এসো মহাভারতের যুদ্ধের একটি গল্প পড়ি।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায়

অনেকদিন আগে হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের রাজা ছিলেন শান্তনু। শান্তনুর তিন পুত্র। দেবব্রত, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। দেবব্রত বিয়ে করেননি। চিত্রাঙ্গদ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র বড় কিন্তু জন্মান্ধ ছিলেন। তাই পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও একজন কন্যা ছিল। এদের কৌরব বলা হতো। পাণ্ডুর ছিল পাঁচ পুত্র। এদের পাণ্ডব বলা হতো। কৌরবরা লোভী ও স্বার্থপর ছিল। অপরদিকে পাণ্ডবরা ন্যায়পরায়ণ ছিল।

কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার নিয়ে বিবাদ হয়। কৌরবরা সম্পূর্ণ রাজ্য নিতে চায়। তখন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের নাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। আঠারো দিন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়লাভ করে। তারা রাজ্য ফিরে পায়। কৌরবরা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ন্যায়-অন্যায় কাজের একটি তালিকা তৈরি করো:

ন্যায় কাজ	অন্যায় কাজ

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. যা সঠিক তাই -------।

২. ন্যায় হলো --------।

৩. অনেকদিন আগে --------- নামে এক রাজ্য ছিল।

৪. ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও একজন---------ছিল।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ন্যায় মূল্যবোধের একটি	তাই অন্যায়।
২. যা ঠিক নয়	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
৩. সুস্থ সমাজ গঠনে প্রয়োজন	কিন্তু জন্মান্ধ ছিলেন।
৪. চিত্রাঙ্গদ অবিবাহিত অবস্থায়	ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।
৫. ধৃতরাষ্ট্র বড়	মারা যান।
	তাই ন্যায়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. নৈতিক মূল্যবোধ–

ক. অপ্রয়োজন	খ. প্রয়োজন

খ. অবাস্তব	গ. ক্ষতিকর

২. রাজা শান্তনুর কয়জন পুত্র ছিল?

ক. দুই	খ. তিন

গ. চার	ঘ. পাঁচ

৩. বিচিত্রবীর্যের কয় জন পুত্র ছিল?

ক. দুই	খ. তিন

গ.পাঁচ	ঘ. একশত

৪. কৌরবরা কেমন ছিল?

ক. মায়াবী	খ. লোভী

গ. পরোপকারী	ঘ. মিশুক

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কীসের প্রয়োজন?

২. রাজা শান্তনু কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. ন্যায়-এর গুরুত্ব আলোচনা করো।

২. কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করো।

৩. উন্নত জাতি গঠনে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ কেন প্রয়োজন– ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সকলের তরে সকলে আমরা

আমাদের অনেক বন্ধু চোখে দেখতে পায় না। অনেকে কানে শুনতে পায় না। অনেকে কথা বলতে পারে না। অনেকে হাঁটতে পারে না। এদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই এদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়।

কার কী সহযোগিতা প্রয়োজন লেখো:

১. যে চোখে দেখে না	
২. যে হাঁটতে পারে না	
৩. যে পড়া বুঝতে পারে না	

বিশেষচাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাহায্য করতে হবে। সহযোগিতা পেলে এরা স্বাভাবিক মানুষের মতোই পড়ালেখা করতে পারবে। অন্যান্য কাজও করতে পারবে। মনে রাখতে হবে যে, তারা আলাদা নয়। সকল ধরনের শিশুর বিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার রয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারাও অংশগ্রহণ করবে। সকলের সাথে সকল কাজে তারা অংশগ্রহণ করবে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা আনন্দ পাবে। তাদের স্বাভাবিক জীবনের জন্য সকলকেই সচেতন থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে
"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

শুভ আমাদের বন্ধু

একদিন শিক্ষার্থীরা দেখল, শ্রেণিকক্ষের বাইরে একজন নতুন শিক্ষার্থী বসে আছে। সে কোন দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে আপন মনে হাসছে। শিক্ষিকা এলে সবাই বলে উঠল, আমাদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি পাগল বসে আছে।

শিক্ষিকা বললেন, না জেনে কাউকে পাগল বলো না। ওর নাম শুভ। শুভর বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে বাড়েনি। তাই তার আচরণ অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন। শুভ এ স্কুলেই ভর্তি হতে এসেছে। কিছুক্ষণ পর প্রধান শিক্ষক শুভ ও তার মাকে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে এলেন।

তিনি বললেন, ও তোমাদের নতুন বন্ধু। ওর একটু অসুবিধা আছে। একটু দেরিতে বোঝে। তবে ডাক্তার বলেছেন, শুভ স্বাভাবিক পরিবেশে থাকলে এবং ওর সাথে ভালোভাবে কথা বললে ওর সমস্যা কমে যাবে। তাই তোমরা সহযোগিতা করলে শুভ সহজে পড়াশোনা করতে পারবে। তোমরা শুভকে সহযোগিতা করবে তো?

সবাই বলল, করব স্যার।

শুভ ও সহপাঠীদের পরিচিতি

তারা শুভকে হাত ধরে নিয়ে পাশে বসতে দিল। টিফিনের সময়ে ওকে খেলতে নিয়ে গেল। এভাবে সবাই শুভকে সহযোগিতা করল। শুভ বন্ধুদের সাহায্যে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগল।

শুভ ভালো ছবি আঁকতে পারত। অল্পদিনের মধ্যে ছবি আঁকার জন্য শুভ সবার প্রিয় হয়ে উঠল। কিছুদিন আগে সে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়েছে। তার জন্য পুরো দেশ ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নাম জেনেছে।

শুভর গল্পটি অভিনয় করে দেখাও।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আমাদের অনেক বন্ধু -------- দেখতে পায় না।
২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের -------- করতে হবে।
৩. সব ধরনের শিশুর --------- পড়ার অধিকার আছে।
৪. শুভ বন্ধুদের সাহায্যে -------- চালিয়ে যেতে লাগল।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের	শুনতে পায় না।
২. অনেকে কানে	বলতে পারে না।
৩. অনেকে কথা	নতুন শিক্ষার্থী বসে আছে।
৪. শ্রেণিকক্ষের বাইরে একজন	পাশে বসতে দিল।
৫. তারা শুভকে হাত ধরে নিয়ে	সাহায্য করতে হবে।
	শুনতে পায়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নতুন শিক্ষার্থীর নাম কী?

ক. শ্যামল   খ. কোমল

গ. শুভ   ঘ. শুভ্র

২. শুভর বিশেষ যোগ্যতা কী ছিল?

ক. গান করা
খ. ছবি আঁকা
গ. অভিনয় করা
ঘ. আবৃত্তি করা

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. শুভ কী জন্য সবার প্রিয় হয়ে উঠল?
২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কোথায় পড়াশোনা করা উচিত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কারা?
২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য তুমি কী করবে?
৩. শুভর মতো জাতীয় পুরস্কার পেলে তোমার কেমন লাগবে?

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দুধর্মগ্রন্থ

হিন্দুধর্মের কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখো:

১.

২.

৩.

৪.

মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। ধর্ম মানুষের মঙ্গল করে। জগতের কল্যাণ করে। ঈশ্বরকে জানতে সাহায্য করে। ঈশ্বরকে ভক্তি করতে শেখায়। ধর্মে আছে সুন্দর হওয়ার কথা। সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবন-যাপনের কথা। আছে কল্যাণকর কাজের কথা।

যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের কথা থাকে। দেব-দেবীর উপাখ্যান থাকে। জ্ঞানের কথা থাকে। কল্যাণের কথা থাকে। জীবকে সেবা করার কথা থাকে। শান্তির কথা থাকে। সমাজ ও জীবনের কথা থাকে। নানা উপদেশমূলক কাহিনি ও নীতিকথা থাকে।

প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। হিন্দুধর্মে রয়েছে অনেক ধর্মগ্রন্থ। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

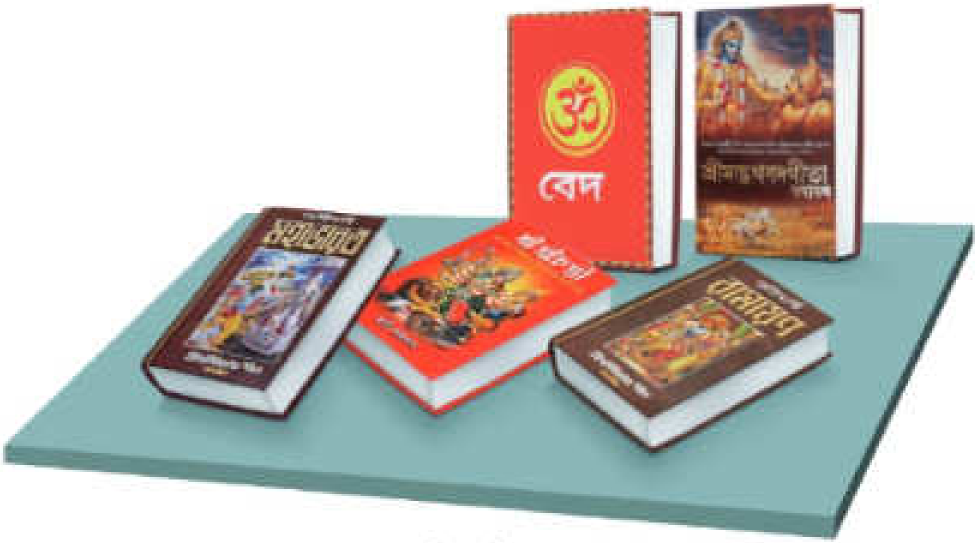

হিন্দুধর্মগ্রন্থ

এসো সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করি:

আদি-কাণ্ডে রাম-জন্ম সীতা-পরিণয়।
অযোধ্যা-কাণ্ডেতে রাম-বনবাস হয় ॥
অরণ্য-কাণ্ডেতে হয় জানকী-হরণ।
কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন ॥
সুন্দর-কাণ্ডেতে হয় সাগর-বন্ধন।
লঙ্কা-কাণ্ডে মহারণে রাবণ-নিধন ॥
উত্তর-কাণ্ডেতে হয় কাণ্ডের বিশেষ।
মনোদুঃখে বৈদেহীর পাতাল-প্রবেশ ॥
এই সুধাভাণ্ড সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ।
কবিবর কৃত্তিবাস করেন রচন ॥

এখানে ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

রামায়ণ

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণ সাতটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় কাণ্ড। তাই বলা হয় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। এই সপ্তকাণ্ড হলো: আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড।

প্রাচীনকালে অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর তিন স্ত্রী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার ছেলে রাম। কৈকেয়ীর ছেলে ভরত। আর সুমিত্রার দুই ছেলে। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। অন্যদিকে মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। জনকের দুই মেয়ে। সীতা ও ঊর্মিলা। সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে হয়। ঊর্মিলার সঙ্গে বিয়ে হয় লক্ষ্মণের। জনকের ভাই ছিলেন কুশধ্বজ। তাঁর দুই মেয়ে। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরতের বিয়ে হয়। শ্রুতকীর্তির সঙ্গে বিয়ে হয় শত্রুঘ্নের।

রাজা দশরথের বড় ছেলে রাম। দশরথ রামকে রাজা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাদ সাধেন কৈকেয়ী। একসময় দশরথ খুব অসুস্থ হয়েছিলেন। তখন কৈকেয়ী তাঁর সেবা করেন। সেবায় তিনি সন্তুষ্ট হন। তখন তিনি কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। দাসী মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী এখন সেই দুটি বর চান। প্রথম বরে ভরত রাজা হবে। আর দ্বিতীয় বরে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যাবে। রাম ছিলেন খুবই পিতৃভক্ত। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যান। সঙ্গে যান স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ।

রাম, লক্ষণ ও সীতার বনবাস

এদিকে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হয়। ভরত তখন মামাবাড়িতে ছিলেন। অযোধ্যায় ফিরে তিনি মাকে ভর্ৎসনা করেন। রামকে ফিরিয়ে আনতে যান। কিন্তু রাম আসলেন না। ভরত তখন রামের পাদুকা নিয়ে আসেন। পাদুকা সিংহাসনে রেখে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন।

বনবাসে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের তেরো বছর কেটে যায়। হঠাৎ একদিন লঙ্কার রাজা রাবণ বনে আসেন। সীতা তখন বনের কুটিরে একা ছিলেন। রাবণ সীতাকে একা পেয়ে হরণ করেন এবং লঙ্কায় নিয়ে যান। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম লঙ্কায় যান। রামের সঙ্গে ছিল অনেক বানরসৈন্য। রামের সাথে রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। রাবণ পরাজিত হন। রাবণের মৃত্যু হয়। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে আসেন। রাম রাজা হন।

রামায়ণ নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণের কাহিনি থেকে আমরা অনেক নৈতিক শিক্ষা পাই। তা হলোঃ পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা। বড় ভাইকে শ্রদ্ধা করা। বড়দের সম্মান করা। অধর্মের বিনাশ করা। যোগ্য রাজা হওয়া। রাজার কর্তব্য সর্বদা প্রজাদের মঙ্গল চিন্তা করা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ইত্যাদি।

মহাভারত

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতের মূল কাহিনি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক কাহিনি-উপকাহিনি। বিশাল মহাভারত কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশকে বলা হয় পর্ব। মহাভারতে আঠারোটি পর্ব রয়েছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। একসময় তার রাজা ছিলেন শান্তনু। শান্তনুর তিন ছেলে। দেবব্রত, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। দেবব্রত বড়। তিনি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বিয়ে করবেন না। সিংহাসনেও বসবেন না। এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে মারা যান। তাই শান্তনুর পর বিচিত্রবীর্য রাজা হন। বিচিত্রবীর্যের দুই ছেলে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তাই বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের ছিল একশত ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম দুর্যোধন। দুর্যোধনদের বলা হয় কৌরব। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে। বড় ছেলের নাম যুধিষ্ঠির। তাঁদের বলা হয় পাণ্ডব। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হয়। কিন্তু দুর্যোধন তা মেনে নেননি।

তিনি পাণ্ডবদের মেরে ফেলার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা রক্ষা পেয়ে যান। পরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করেন। খাণ্ডবপ্রস্থ হয় পাণ্ডবদের রাজ্য। পরে এ রাজ্যের নাম হয় ইন্দ্রপ্রস্থ।

পাণ্ডবদের রাজ্যছাড়া করার জন্য দুর্যোধন নতুন ফন্দি আঁটেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে যান। পাশা খেলায় পাণ্ডবদের জন্য একটা শর্ত ছিল। হেরে গেলে বারো বছর বনবাসে থাকতে হবে। পরে এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা

স্ত্রী দ্রৌপদীসহ বনবাসে যান। বারো বছর কেটে গেল। এরপর ছদ্মবেশে তাঁরা বিরাট রাজার রাজ্যে যান। সেখানে তাঁরা এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকেন। শর্ত পূরণ করেন পাণ্ডবরা। তাঁরা দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দেন না। যুধিষ্ঠির তখন পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি গ্রাম চান। দুর্যোধন তাও দেন না। শ্রীকৃষ্ণ সবার মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

হস্তিনাপুরের কাছে কুরুক্ষেত্র নামে একটি প্রান্তর ছিল। কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষে গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনেরা ছিলেন। এঁদের দেখে অর্জুনের মন বিষাদগ্রস্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন– এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে পাপ হয় না। অনেক উপদেশ দেন শ্রীকৃষ্ণ। এতে অর্জুনের মন শান্ত হয়। তিনি যুদ্ধ করতে সম্মত হন। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশসমূহ পৃথকভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

আঠারো দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধে দুর্যোধনসহ কৌরব পক্ষের সব যোদ্ধা নিহত হন। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ছত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজা করা হয়। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব রাজ্য ছেড়ে হিমালয়ের পথে অগ্রসর হন। পথে একে একে দ্রৌপদী ও চার ভাইয়ের মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে যান।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ। অধর্ম ও অসত্যের বিরুদ্ধে ধর্ম ও সত্যের যুদ্ধ। যুদ্ধে সত্য ও ধর্মের জয় হয়। অসত্য ও অধর্মের পরাজয় হয়। মহাভারত থেকে আমরা অনেক নৈতিক শিক্ষা পাই। নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কাজ করতে হবে। জ্ঞানার্জন করতে হবে। সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতে হবে।

মহাভারত নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। মহাভারতের কথা অমৃতের মতো। তা শুনলে পুণ্য হয়। তাই কাশীরাম দাস বলেছেন–

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

তিনটি করে বাক্য লেখো:

রামায়ণ	মহাভারত

খালি ঘরে নাম বসিয়ে রামায়ণের বর্ণিত পারিবারিক কাঠামো পূরণ করো:

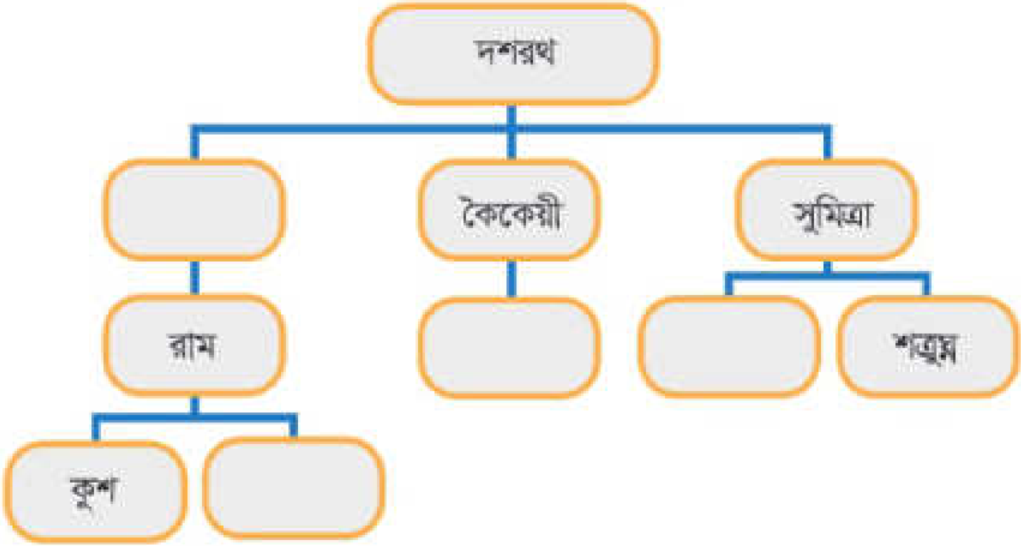

. খালি ঘরে নাম বসিয়ে মহাভারতের বর্ণিত পারিবারিক কাঠামো পূরণ করো:

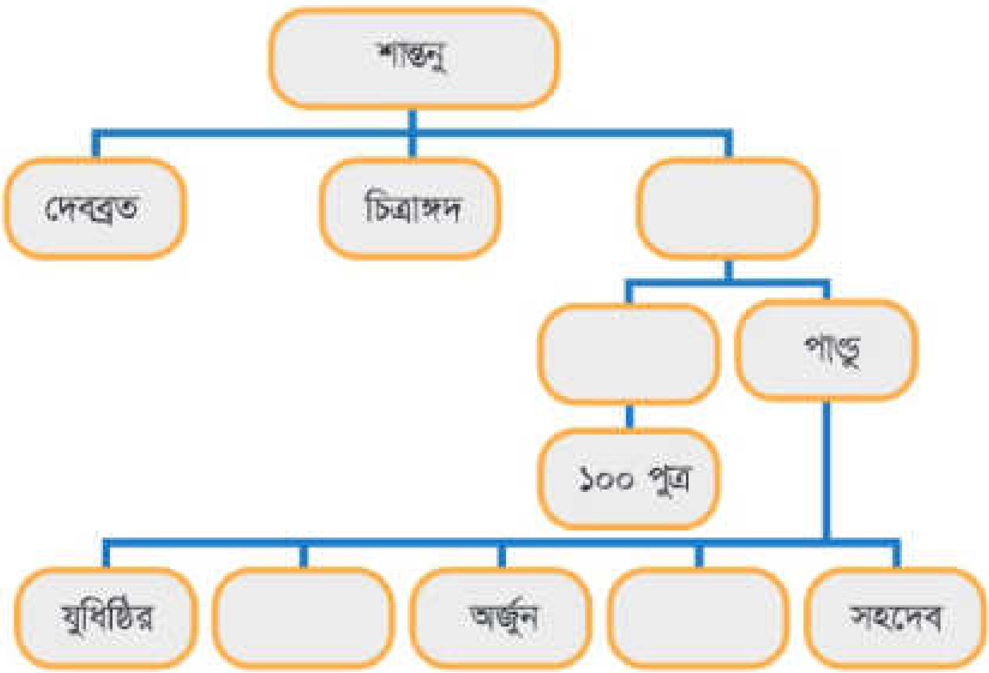

২০২৫

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. হিন্দুধর্মে রয়েছে অনেক --------- ।

২. খাণ্ডবপ্রস্থ হয় ----------- রাজ্য ।

৩. মহাভারতের কথা ---------- ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. রাজা দশরথের বড় ছেলে	ধর্মগ্রন্থ।
২. রামায়ণ নিত্যপাঠ্য	ব্যাসদেব।
৩. মহাভারতের রচয়িতা	শ্রীকৃষ্ণ।
৪. মহাভারতের একটি অংশ	যুধিষ্ঠির।
৫. অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন	রাম।
	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. রামের সঙ্গে বিয়ে হয়–

ক. মাণ্ডবীর　　খ. সীতার

গ. ঊর্মিলার　　ঘ. শ্রুতকীর্তির

২. মহাভারতে কয়টি পর্ব আছে?

ক. দশটি　　খ. পনেরোটি

গ. সতেরোটি　　ঘ. আঠারোটি

৩. রামায়ণ রচনা করেন–

ক. মহর্ষি বাল্মীকি　　খ. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

গ. বশিষ্ঠ　　ঘ. বিশ্বামিত্র

৪. পাণ্ডবরা কোন রাজার রাজ্যে ছদ্মবেশে ছিলেন?

ক. বিরাট রাজা　　খ. সগর রাজা

গ. দ্রুপদ রাজা　　ঘ. শল্য রাজা

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. এজন্য তাঁর কী নাম হয়?কৈকেয়ী দশরথের কাছে কী বর চেয়েছিলেন?

২. রামায়ণ থেকে আমরা কী নৈতিক শিক্ষা পাই?

৩. দেবব্রত কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

৪. কোন যুদ্ধে কোনো পাপ হয় না?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোঝ?

২. সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-কবিতা থেকে চার লাইন লেখো।

৩. মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেব-দেবী

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান। অসীম তাঁর ক্ষমতা। অশেষ তাঁর গুণ। তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে তিনি যে কোনো আকার বা রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি তাঁর কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে যে কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারেন। আবার সাধকেরা তাঁর কোনো গুণকে রূপ দেন। এভাবে ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি আকার পায়। রূপ পায়। এই আকার পাওয়াকে দেব-দেবী বলে। দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। দেব-দেবীর শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি। দেব-দেবীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। দেব-দেবী অনেক। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি। ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে রূপে পালন করেন, তাঁর নাম বিষ্ণু। যে রূপে ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব। দুর্গা শক্তির দেবী। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী।

নিচের ডটগুলো মেলাও

প্রথম শ্রেণিতে সরস্বতী ও গণেশ এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে লক্ষ্মী ও কার্তিক সম্পর্কে জেনেছি। এখন শিব ও দুর্গা সম্পর্কে জানব।

শিব

ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব। শিব মঙ্গলের দেবতা। মঙ্গলের জন্য তিনি সকল অশুভকে ধ্বংস করেন। ধ্বংস করে তিনি জগতের ভারসাম্য রক্ষা করেন। তাঁর অনেক নাম– মহেশ্বর, মহাদেব, ভোলানাথ, নটরাজ ইত্যাদি।

শিব

শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর মাথায় জটা। তাঁর তিনটি চোখ। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। কপালের উপরের দিকে বাঁকা চাঁদ। তাঁর দুটি বাদ্যযন্ত্র– ডমরু ও শিঙ্গা। ত্রিশূল তাঁর প্রধান অস্ত্র। তিনি বাঘের চামড়া পরিধান করেন। তাঁর বাহন হচ্ছে ষাঁড়।

যে কোনো সময়ে শিবের পূজা করা যায়। তবে বিশেষভাবে বিশেষ দিনে শিবপূজা করা হয়। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শিবপূজা হয়। এই তিথিকে শিবচতুর্দশী বলা হয়। এই রাত্রিকে বলা হয় শিবরাত্রি। শিবের উপাসকেরা শৈব নামে পরিচিত। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বংস হয়। মঙ্গল হয়।

শিবের প্রণাম মন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

সরলার্থঃ তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর, তুমিই গতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

দুর্গা

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। দুর্গম নামে এক অসুরকে তিনি বধ করেন। এজন্য তাঁর নাম দুর্গা। তিনি জীবের দুর্গতি নাশ করেন। তাই তাঁকে দুর্গতিনাশিনীও বলা হয়। তাঁর অনেক

নাম– মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী, কালী ইত্যাদি। অতসী ফুলের মতো দুর্গার গায়ের রং। পূর্ণি ার চাঁদের মতো সুন্দর তাঁর মুখ। তাঁর তিনটি চোখ। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার একপাশে বাঁকা চাঁদ। দেবী দুর্গার দশ হাত। এজন্য তাঁর আর এক নাম দশভুজা। দশ হাতে থাকে দশটি অস্ত্র। এই অস্ত্র শক্তির প্রতীক। তাঁর বাহন সিংহ।

ধর্মগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে দেবী দুর্গার কাহিনি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেখান থেকে জানা যায়, দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই তাঁর এক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি আরও অনেক অসুরকে বধ করেন।

দুর্গাকে সর্বমঙ্গলা বলা হয়। কারণ তিনি সকল প্রকার মঙ্গল করেন। তিনি আমাদের শক্তি দেন। সাহস দেন। তিনি সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করেন। দুর্গানাম স্মরণ করলে সকল বিপদ দূর হয়। 'দুর্গা দুর্গা' বলে যাত্রা করলে যাত্রা শুভ হয়। শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। এজন্য দুর্গাপূজাকে শারদীয় পূজা বলা হয়। বসন্তকালেও দুর্গাপূজা হয়। একে বাসন্তীপূজা বলা হয়। দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করা হয়।

দুর্গার প্রণাম মন্ত্র

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

সরলার্থ: হে সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয়স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য গঠন করো:

ত্রিশূল	
শিবচতুর্দশী	
শৈব	
দুর্গম অসুর	

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের -------- শিবপূজা হয়।

২. শিবের গায়ের রং ---------- মতো সাদা।

৩. নমঃ শিবায় --------- কারণত্রয়হেতবে।

৪. সকল শক্তির মিলিত রূপ ---------।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. শিব মঙ্গলের	শৈব।
২. শিবের উপাসকেরা	দেবতা।
৩. দুর্গা দেবীর বাহন	বাসন্তীপূজা।
৪. দুর্গাকে বলা হয়	সিংহ।
৫. বসন্তকালের পূজা	সর্বমঙ্গলা।
	দেবী।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. বিদ্যার দেবী হলেন–
ক. দুর্গা খ. লক্ষ্মী
গ. সরস্বতী ঘ. কালী

২. শিবের বাদ্যযন্ত্রের নাম–
ক. বাঁশি খ. ডমরু
গ. তবলা ঘ. ঢাক

৩. দেবী দুর্গার এক নাম–
ক. চণ্ডী খ. সরস্বতী
গ. মনসা ঘ. সন্তোষী

৪. দুর্গাপূজায় পাঠ করা হয়–
ক. ভাগবত খ. মহাভারত
গ. গীতা ঘ. চণ্ডী

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. দুর্গাকে কেন দুর্গতিনাশিনী বলা হয়?
২. দুর্গাপূজাকে কেন শারদীয় পূজা বলা হয়?
৩. শিবচতুর্দশী বলতে কী বোঝ?
৪. ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ কীভাবে ঘটে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. দেব-দেবী বলতে কী বোঝ?
২. দেবী দুর্গার রূপের বর্ণনা দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব

তুমি অংশ নিয়েছ এমন কয়েকটি পূজার নাম লেখো:

১.

২.

৩.

৪.

ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ হচ্ছে দেব-দেবী। আমরা দেব-দেবীর কৃপা লাভ করার জন্য পূজা করি। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। পূজা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। তখন আমাদের মঙ্গল হয়।

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। পূজা অর্থে আরাধনা এবং অর্চনা করাও বোঝায়। পূজা বলতে বোঝায় দেব-দেবীর স্তুতি করা। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। নানা উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করা হয়। উপকরণগুলো হলো: ফুল-ফল, দূর্বা, তুলসীপাতা, বেলপাতা, জল, চন্দন, আতপচাল, ধুপ-দীপ ইত্যাদি। দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরি করে পূজা করা হয়। মন্দিরে সাজসজ্জা করা হয়। সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। পূজার সময় পবিত্র মনে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তারপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, আরতি এবং ধ্যান করতে হয়। পূজা শেষে দেবতাকে প্রণাম করতে হয়।

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। যে উৎসবগুলো পূজাকে আনন্দময় করে তোলে তাকে পার্বণ বলে। আনন্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পার্বণ পালিত হয়। পালিত পার্বণগুলোর মধ্যে নববর্ষ, পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তি, নবান্ন, দোলযাত্রা, বিজয়া দশমী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পূজা-পার্বণের অঙ্গের মধ্যে রয়েছে– দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণ। মন্দির বা ঘর সাজানো। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন করা। বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য বাজানো। সকলের সাথে ভাববিনিময়। নানা ধরনের খাওয়া-দাওয়া। বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা।

রথযাত্রা

হিন্দুধর্মে প্রায় সারা বছর নানা পূজার আয়োজন করা হয়। আমাদের প্রধান পূজাগুলো হচ্ছে দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজা। সকলে মিলে মন্দিরে পূজা করে। পূজার সময় একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, নাড়ু ও ফল খেয়ে থাকে। শিশুরা নানা ধরনের খেলা ও আনন্দে মেতে ওঠে। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। এই উপলক্ষে ধর্মীয় আলোচনা সভা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মেলা বসে। শোভাযাত্রা হয়। পূজাতে এরূপ নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়। সকলের অংশগ্রহণে এসব উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষে রথযাত্রার ভূমিকাভিনয় করো।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দেব-দেবীর পূজা করলে --------- পূজা করা হয়।

২. আনন্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ----------- পালিত হয়।

৩. সকলের --------- উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

৪. সকলে মিলে --------- পূজা করা হয়।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. পূজা করলে সন্তুষ্ট হয়	পৌষপার্বণ।
২. একটি পার্বণের নাম	বাদ্যযন্ত্র।
৩. পূজায় ব্যবহৃত হয়	দেবতারা।
৪. পূজা শেষে দেবতাকে	প্রণাম করতে হয়।
	সরস্বতীপূজা।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. পূজা শব্দের একটি অর্থ–

ক. প্রশংসা করা　　খ. আনন্দ-উৎসব করা

গ. গান-বাজনা করা　　ঘ. নৃত্য করা

২. উৎসব বলতে বোঝায়–

ক. পুতুল খেলা　　খ. আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান

গ. বই পড়া　　ঘ. বিদ্যালয়ে যাওয়া

৩. আমাদের প্রধান পূজাগুলোর একটি হচ্ছে–

ক. নীলপূজা　　খ. দুর্গাপূজা

গ. কার্তিকপূজা　　ঘ. গণেশপূজা

৪. দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে কে সন্তুষ্ট হন?

ক. আত্মীয়-স্বজন　　খ. প্রতিবেশী

গ. বন্ধু-বান্ধব　　ঘ. ঈশ্বর

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ

১. আমরা কেন পূজা করি?

২. পূজার উপকরণগুলো কী?

৩. পূজায় কী কী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়?

৪. আমাদের প্রধান পূজা কী কী?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

১. পার্বণ বলতে কী বোঝ? আমাদের পার্বণগুলোর নাম লেখো।

২. পূজা-পার্বণের অঙ্গগুলো বর্ণনা করো।

২০২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ

তোমার ঘরে যে যে ধর্মগ্রন্থ আছে সেগুলোর নাম লেখো:

আমাদের দেশে চারটি প্রধান ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআন। আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কুরআন প্রথম আরবি ভাষায় লেখা হয়।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। গৌতম বুদ্ধের ধর্মবাণী তিনটি পিটক বা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তিনটি পিটক হলো: সূত্র পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এ তিনটি পিটককে একত্রে ত্রিপিটক বলে। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত।

পবিত্র বাইবেল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল শব্দের অর্থ বই বা গ্রন্থ। বাইবেল মূলত অনেকগুলো গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। এই বইগুলোতে ঈশ্বরের বাণী আছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে এই বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেলের প্রথম বইটি হিব্রু ভাষায় লেখা হয়।

সকল ধর্মগ্রন্থই পবিত্র। নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সকল ধর্মগ্রন্থের প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য।

বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ

খালি ঘর পূরণ করো:

কুরআন	
ত্রিপিটক	
বেদ	হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ
বাইবেল	

নিচের লেখা অনুসারে খালি ঘরে বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকো:

ঈশ্বরের বাণী	গৌতম বুদ্ধের বাণী	আল্লাহর বাণী

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আমাদের দেশে ---------- প্রধান ধর্ম রয়েছে।

২. সকল ------- পবিত্র।

৩. বাইবেল শব্দের অর্থ -------- ।

২০২৫

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ	পবিত্র কুরআন।
২. তিনটি পিটককে একত্রে বলা হয়	ধর্মগ্রন্থ।
৩. প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে নিজস্ব	বাইবেল।
৪. তিনটি পিটকের একটি হলো	ত্রিপিটক।
	অভিধর্ম।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. কুরআন প্রথম লেখা হয়–

ক. হিব্রু ভাষায়   খ. আরবি ভাষায়

গ. ইংরেজি ভাষায়   ঘ. পালি ভাষায়

২. ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?

ক. বাংলা   খ. উর্দু

গ. পালি   ঘ. হিন্দি

৩. বাংলাদেশে প্রধান ধর্ম কয়টি?

ক. দুই   খ. তিন

গ. চার   ঘ. পাঁচ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. গৌতম বুদ্ধের ধর্মবাণী কোথায় আছে?

২. বাইবেলের প্রথম বইটি কোন ভাষায় লেখা হয়েছে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. 'সকল ধর্মগ্রন্থের প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য'– কেন?

২. বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

অন্য ধর্মাবলম্বী তোমার প্রিয় তিনজন বন্ধুর নাম লেখো। কেন তাদেরকে পছন্দ করো তা লেখো:

বন্ধু	পছন্দ করার কারণ

আমাদের অন্য ধর্মাবলম্বী অনেক বন্ধু আছে। তাদের ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। প্রত্যেক ধর্মের মানুষই কিছু ধর্মীয় উৎসব পালন করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। আরবি ঈদ শব্দের অর্থ উৎসব। মুসলমানরা বছরে দুইটি ঈদ উদ্‌যাপন করে। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আজহা। ঈদের দিন মুসলমানরা দল বেঁধে মসজিদ ও ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করে। একজন আর একজনকে 'ঈদ মোবারাক' বলে শুভেচ্ছা জানায়। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু, শিশু সবাই মিলে ঘুরে বেড়ায়। আনন্দ উপভোগ করে। খাওয়া-দাওয়া করে। মুসলমানদের আরও কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি, শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর, আশুরা ইত্যাদি।

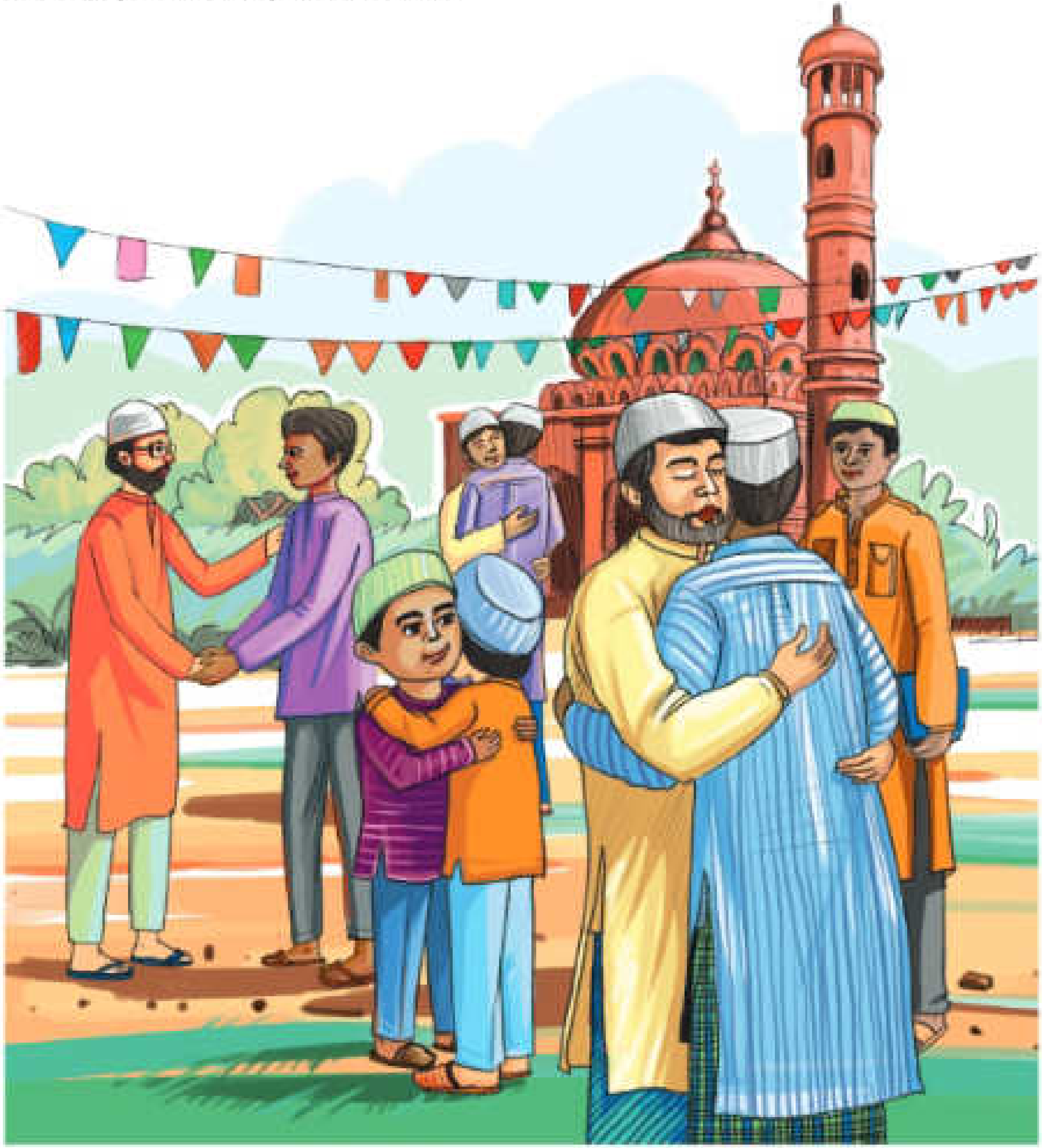

ঈদুল ফিত্‌র

বুদ্ধপূর্ণিমা

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা বিশেষ প্রার্থনা করে। শিশুরাও তাতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। মাঘীপূর্ণিমাও বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব।

বড়দিন

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রীষ্টের জন্মদিনটি বড়দিন হিসেবে পালন করা হয়। আমাদের দেশে খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা এই দিনে গির্জায় প্রার্থনা করে। একে অপরকে উপহার দেয়। সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ ও খাওয়া-দাওয়া করে। এছাড়া তারা গুড ফ্রাইডে ও ইস্টার সানডে পালন করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষ একসাথে বাস করে। এ দেশের মানুষ নিজ ধর্ম ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ঈদ, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন প্রভৃতি উৎসবে সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে। সকলের মঙ্গল কামনা করে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা হয়। সরস্বতী পূজায় সকল শিক্ষার্থী নানাভাবে অংশগ্রহণ করে। একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানায়। ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও অনেক সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠান রয়েছে। যেমন- অন্নপ্রাশন, গায়েহলুদ, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। এ সকল অনুষ্ঠানেও সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে।

সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই চেতনাকে ধারণ করতে হবে। সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের বিপদে সাহায্য করবে। সকলে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করবে।

অন্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার বিষয়টি দলগত/ জোড়ায় অভিনয় করে দেখাও।

তোমার বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ঈদ/ বুদ্ধপূর্ণিমা/ বড়দিনের একটি শুভেচ্ছা বার্তা লেখো:

প্রিয়... ... ...

... ... শুভেচ্ছা জানাই।

... ...

... ...

... ...

ইতি

... ...

যাচাই করি

সঠিক বাক্য লেখো:

প্রত্যেক ধর্মের মানুষ ধর্মীয় উৎসব পালন করে না।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা।

ঈদের দিনে মুসলমানরা দলবেধে ঈদগাহে নামাজ পড়তে যায় না।

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর 'ইস্টার সান ডে' হিসেবে পালন করে।

এ দেশের মানুষ শুধু নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. আমাদের অন্য -------- অনেক বন্ধু আছে।

২. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব --------।

৩. অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে -------- পূজা হয়।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. হিন্দুদের একটি সামাজিক উৎসব	শ্রদ্ধাশীল।
২. খ্রীষ্টানদের একটি উৎসব	মাঘীপূর্ণিমা।
৩. বৌদ্ধদের একটি উৎসব	অন্নপ্রাশন।
৪. প্রত্যেক ধর্মের প্রতি আমরা	গুড ফ্রাইডে।
	উপনয়ন।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. বুদ্ধপূর্ণিমা কী উপলক্ষে পালিত হয়?

ক. গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন　　খ. চীবরদান

গ. মাঘীপূর্ণিমা　　ঘ. প্রদীপদান

২. ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব–

ক. শব-ই-বরাত　　খ. আশুরা

গ. শব-ই-কদর　　ঘ. ঈদ

৩. হিন্দুদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব–

ক. জন্মাষ্টমী　　খ. গায়েহলুদ

গ. হাতেখড়ি　　ঘ. পৌষপার্বণ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা কোথায় যায়?

২. ধর্মের মূল লক্ষ্য কী?

৩. আমাদের কীভাবে অবস্থান করা উচিত?

৪. ঈদের দিন মুসলমানেরা ঈদগাহে কেন যায়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. ঈদ উপলক্ষে মুসলমানেরা কী করে?

২. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩. সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান– বুঝিয়ে বলো।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ, প্রকৃতি ও জীব

যা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকৃতি। ঈশ্বর প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ।

জীব ও প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

প্রকৃতিতে মানুষসহ যাদের জীবন আছে তারা জীব। অন্যরা জড়। প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি। আমরা বাতাসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিই। নদী থেকে জল পাই। মাটিতে ফসল হয়। সে ফসল থেকে আমাদের খাবার তৈরি হয়।

২০২৩

গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। সেই অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করি। গাছের কাঠ দিয়ে আমরা ঘরবাড়ি নির্মাণ করি। সেখানে আমরা বসবাস করি। আমরা যে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফলমূল খাই– সবই জীবের কাছ থেকে পাওয়া।

জড় বস্তুর কাছ থেকেও আমরা উপকার পাই। পাহাড়-পর্বত থেকে পাথর পাই। পাথর নানা কাজে লাগে। পর্বতের উপর বরফ জমে। বরফ গলে জল হয়। আকাশের সূর্য থেকে আমরা আলো পাই। এই আলোতে অন্ধকার দূর হয়। সূর্যের আলোতে গাছপালা জীবন পায়। ফলে প্রকৃতিকে জীবজগৎ থেকে পৃথক করা যায় না। হিন্দুধর্মমতে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অভিন্ন। আমাদের প্রতিটি পূজাতে প্রাকৃতিক নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিকে রক্ষা করা আমাদের ধর্মের অঙ্গ। এ কারণে প্রকৃতিকে আমরা নানাভাবে শ্রদ্ধা করি, স্তুতি করি।

কিছুক্ষণ ভাবো, প্রকৃতি আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো। এবার নিচের ঘরে লেখো:

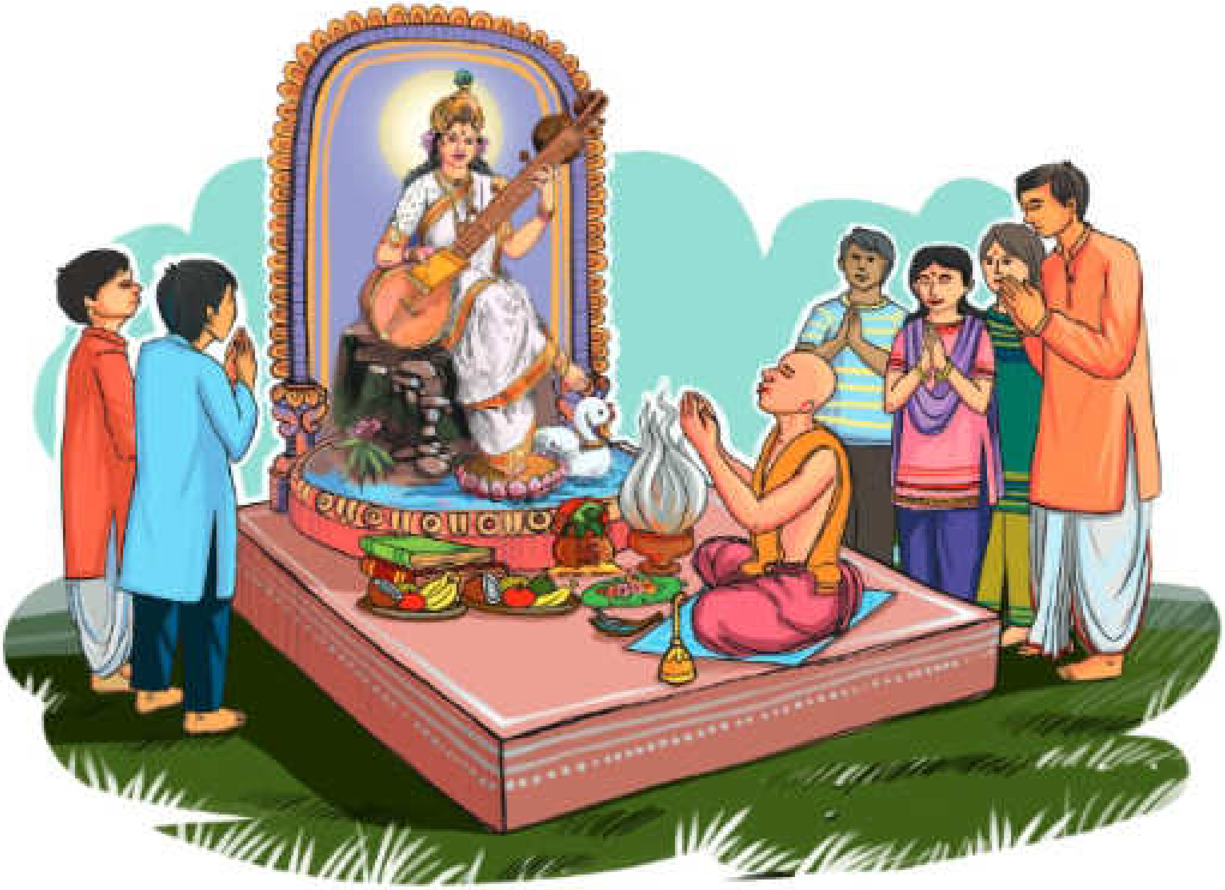

সরস্বতীপূজা

সরস্বতীপূজার উপচারগুলো একবার দেখা যাক। পলাশসহ নানারকম ফুল, আমের পল্লব, বেলপাতা, যবের শীষ ইত্যাদি। অন্যান্য পূজাতেও বিভিন্ন ফুল-ফল-পাতা-কাণ্ড ও শস্য লাগে। এসব কোনো না কোনো বিশেষ গুণসম্পন্ন। আবার কিছু কিছু পূজায় গাছ লাগে। যেমন কলা, তুলসী, বেল, বট ইত্যাদি। অর্থাৎ পূজা-অর্চনার জন্য আমাদেরকে গাছের কাছে যেতে হয়। তাই বিভিন্ন উপকারী গাছ বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

আমাদের সকল দেবতার নির্দিষ্ট বাহন আছে। সেসব বাহন কোনো না কোনো প্রাণী। যেমন কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, সরস্বতীর রাজহাঁস। এসব প্রাণী আমাদের কাছে অনেক শ্রদ্ধার। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রাণীর ওপরেও নির্ভর করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাই জীবহত্যা মহাপাপ। অকারণে আমরা জীবহত্যা করব না।

নিচের গাছটির কোন কোন অংশ আমাদের কাজে লাগে চিহ্নিত করো। কী কী কাজে লাগে বলো:

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. প্রকৃতি পৃথিবীর ------- রূপ।

২. ------- থেকে জল পাই।

৩. গাছের কাঠ দিয়ে আমরা ------- নির্মাণ করি।

৪. জীবহত্যা --------- ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

কার্তিক	পেঁচা
সরস্বতী	ময়ূর
দুর্গা	রাজহাঁস
লক্ষ্মী	সিংহ
	ইঁদুর

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. যাদের জীবন আছে তারা–

ক. প্রস্তর খ. ফুল-ফল

গ. জীব ঘ. গ্রহ-নক্ষত্র

২. প্রকৃতির স্রষ্টা কে?

ক. ঈশ্বর খ. মানুষ

গ. দেবতা ঘ. দুর্গা

৩. আমাদের অক্সিজেনের উৎস কী?

ক. জল খ. পর্বত

গ. ভূমি ঘ. বৃক্ষ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. কার্তিক এবং গণেশের বাহনের নাম লেখো।

২. পূজা-অর্চনার জন্য আমাদের কোথায় যেতে হয়?

৩. পাহাড়-পর্বতের কাছ থেকে আমরা কী উপকার পাই?

৪. হিন্দুধর্মে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. প্রকৃতির ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয় কেন?

২. জড় বস্তু থেকে আমরা কী উপকার পাই?

৩. অকারণে জীবহত্যা করা উচিত নয় কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়

প্রকৃতি

ছবিতে কোন কোন প্রাণী আছে নিচে তাদের নাম লেখো:

ধান, গম, ডাল এসব ফসল। ফসল থেকে মানুষের খাবার তৈরি হয়।

ইঁদুর ফসল নষ্ট করে। চড়ুই পাখিও ফসল নষ্ট করে। একবার চীন দেশে এসব প্রাণীকে হত্যার অভিযান শুরু হয়। তারা ভেবেছিল এতে ফসলের উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু পরের বছর থেকে ফসল উৎপাদন কমতে শুরু করে। পরে তারা বুঝতে পারে যেসব প্রাণীকে ক্ষতিকর মনে হয়, কিন্তু তারা ক্ষতিকর নয়। প্রকৃতিতে তাদেরও অবদান আছে। চড়ুই পাখি কীটপতঙ্গ খায়। ইঁদুর মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

আমাদের ধর্মে সকল প্রাণীর প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে। দেবী মনসার সঙ্গে সাপকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। কারণ সাপ আমাদের উপকার করে। সাপ ইঁদুর খায়।

প্রকৃতিতে প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। নইলে ঈশ্বর তা সৃষ্টি করতেন না। একটু চারদিকের জীবদের দিকে তাকিয়ে দেখো। দেখবে প্রত্যেকটি জীব আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে। একটি জীব আর একটি জীবের ওপর নির্ভরশীল। কোনো একটি জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।

ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। বন কাটা হচ্ছে। কৃষি কাজের জন্যও বন উজাড় হচ্ছে। এতে পশু-পাখির বাসস্থান কমে যাচ্ছে। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রকৃতি বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

বন-জঙ্গল কেটে ফেললে বৃষ্টিপাত কমে যায়। ভূমিক্ষয় হয়। সবুজ প্রান্তর পরিণত হয় মরুভূমিতে। গাছের অভাবে দিন দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। এজন্য বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েই চলছে। এতে আমাদের খাদ্য, বাসস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারলে আমাদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হবে।

খরার দৃশ্য

বন্যার দৃশ্য

নিচের ছকটি পূরণ করো। একটি করে দেখানো হলোঃ

প্রাকৃতিক বিপর্যয়	ক্ষতি
বন্যা	ঘর-বাড়ি ডুবে যায়, ফসলের ক্ষতি হয়

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করোঃ

১. চড়ুই পাখি -------- খায়।

২. অনেক প্রাণী -------- হয়ে যাচ্ছে।

৩. ইঁদুর ফসল ------- করে।

৪. বন-জঙ্গল কেটে ফেললে --------- কমে যায়।

২০২৫

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. ফসল থেকে মানুষের	প্রয়োজন আছে।
২. প্রকৃতিতে প্রতিটি সৃষ্টির	খাবার তৈরি হয়।
৩. ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য	বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
৪. অনেক প্রাণী	জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে।
	রাস্তাঘাট নির্মিত হয়।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. ইঁদুর মাটির কী বাড়িয়ে দেয়?

ক. উর্বরতা — খ. ক্ষয়

গ. মরুকরণ — ঘ. লবণাক্ততা

২. একটি জীবের ওপর আর একটি জীব−

ক. ক্ষতিকর — খ. হিংসাপরায়ণ

গ. নির্ভরশীল — ঘ. ভীতিকর

৩. বন-জঙ্গল কেটে ফেললে কাদের বাসস্থানের অভাব হয়?

ক. মানুষের — খ. পশু-পাখির

গ. মাছের — ঘ. কুমিরের

৪. পৃথিবীর তাপমাত্রা কেন বাড়ছে?

ক. সূর্যের তাপে — খ. গাছের অভাবে

গ. ইটভাটার জন্য — ঘ. মরুভূমির জন্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য কী ক্ষতি হচ্ছে?
২. চীন দেশে একবার পাখি মারার জন্য কী হয়েছিল?
৩. সাপ আমাদের কীভাবে উপকার করে?
৪. জীব বিলুপ্ত হলে কী হবে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. প্রাণী সংরক্ষণে তোমার করণীয় কী তা লেখো।
২. পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রকৃতিতে কী পরিবর্তন হচ্ছে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবসেবা

গ্রামীণ জীবন

ছবিতে পশুরা আমাদের কী কী উপকার করছে, নিচে লেখো:

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ঈশ্বর জীবের অন্তরে অবস্থান করেন। তাই সকল জীবকে ভালোবাসব। ভালোবাসব ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে। কারণ ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করেন।

অনেকেই পথের কুকুরকে দেখলে ঢিল ছোঁড়ে। পাখি শিকার করে। চিড়িয়াখানায় গেলে পশু-পাখিদের বিরক্ত করে। এসব করা উচিত নয়। এসব কাজ অন্যায়, পাপ। কেননা এদেরও প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। এদের কষ্ট হয়।

পোষা কুকুর আমাদের নিরাপত্তা দেয়। গরুছাগল গৃহপালিত প্রাণী। এরা আমাদের দুধ দেয়। গরুর গোবর থেকে সার হয়। কৃষিকাজে সাহায্য হয়। পাখি আমাদের আনন্দ দেয়। প্রকৃতিকে সুন্দর রাখে। পোকা-মাকড় খেয়ে ফসল উৎপাদন বাড়ায়। তাই পশু-পাখির যত্ন নিলে আমাদেরই উপকার হয়। এতে ঈশ্বরেরও সেবা করা হয়।

আমরা চাইলে খুব সহজে পশু-পাখির উপকার করতে পারি। তৃষ্ণার্ত প্রাণীর জন্য জলের ব্যবস্থা করা যায়। ফেলে দেয়া হাড়ি-কুড়ি দিয়ে পাখির জন্য বাসা বানানো যায়। খাবারের উচ্ছিষ্ট রেখে দিতে পারি বিভিন্ন পোষা প্রাণী, যেমন-কুকুর, বিড়ালের জন্য। একটু যত্ন নিলে অনেক অসুস্থ পশু বেঁচে যায়। শুকনো মৌসুমে গাছে জল দিতে পারি। বর্ষায় গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে পারি। এতে জীবসেবা হয়।

পশু, পাখি ও গাছের জন্য তোমরা কী কী করতে পারো লেখো:

পশুর জন্য	পাখির জন্য	গাছের জন্য

তোমার প্রিয় পশু অথবা পাখির ছবি আঁকো:

তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য তুমি কী করতে পারো ? লেখো:

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. পোষা কুকুর আমাদের --------- দেয়।

২. সকল জীবকে --------- ।

৩. শুকনো --------- গাছে জল দিতে পারি।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. জীবে প্রেমের কথা বলেছেন	ভালোবাসব।
২. গরুর গোবর থেকে	স্বামী বিবেকানন্দ।
৩. পাখি আমাদের	সার হয়।
৪. গরু-ছাগল	স্বামী স্বরূপানন্দ।
৫. ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে	আনন্দ দেয়।
	গৃহপালিত প্রাণী।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. পাখি কীভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়ায়?

ক. ফসল খেয়ে　　খ. গাছে বসে

গ. পোকা-মাকড় খেয়ে　　ঘ. মাঠের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে

২. কুকুর আমাদের কী দেয়?

ক. কাপড়　　খ. নিরাপত্তা

গ. আশ্রয়　　ঘ. খাদ্য

৩. গোবর আমরা কী হিসেবে ব্যবহার করি?

ক. সার　　খ. মাটি

গ. ঘাস　　ঘ. কাঠ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. জীবের জন্য বিবেকানন্দ কী বলেছেন?

২. পশু-পাখির প্রতি কী করা উচিত নয়?

৩. পশু-পাখিদের যত্ন করলে কী হয়?

৪. কীভাবে পাখিদের জন্য বাসা বানানো যায়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. 'জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা হয়।'– এ সম্পর্কে তোমার ভাবনাগুলো লেখো।

২. পশু-পাখির উপকারের জন্য তুমি কী কী করতে পারো?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেম

এসো সবাই মিলে একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে ক্লাস শুরু করি।

যেখানে মানুষ জন্ম নেয় সেটাই তার জন্মভূমি। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দেশে জন্ম নেয়। যেখানে মানুষ জন্ম নেয় এবং বসবাস করে সেটা সেই মানুষের দেশ। দেশকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম। রামায়ণে দেশপ্রেমের সুন্দর একটি গল্প আছে।

শ্রীরামের দেশপ্রেম

রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা আছে। যুদ্ধে রাবণের মৃত্যু হয়। রাবণের ভাই বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসেন। তখন লঙ্কা খুবই সমৃদ্ধ একটি দেশ ছিল। আবহাওয়া ছিল মনোরম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ছিল দেখার মতো। শ্রীরামের জন্মভূমি ছিল অযোধ্যা। পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁকে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। তাঁকে চৌদ্দ বছর বনবাসে থাকতে হয়েছিল। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধশেষে তিনি লঙ্কায় থেকে যেতে পারতেন। বিভীষণ তাঁকে সেই অনুরোধ করেছিলেন। বিভীষণ ছিলেন রামের বন্ধু।

বিভীষণ ও রামের কথোপকথন

রাম বিভীষণের অনুরোধ গ্রহণ করেননি। রাম বলেন,

ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা ন মহ্যং রোচতে সখে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

বন্ধু, লঙ্কা স্বর্ণপুরী তবু মোর প্রিয় নয়।
জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ হয় ॥

এ কথায় শ্রীরামের গভীর দেশপ্রেম বোঝা যায়। তাঁর কাছে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় ছিল জন্মভূমি। নিজের দেশ। তাঁর কাছে জন্মভূমিই জননী। এভাবেই দেশকে ভালোবাসতে হয়।

রামায়ণে আরও আছে, রামচন্দ্র বনবাসে যাচ্ছেন। তখন বারবার ফিরে তাকিয়েছেন অযোধ্যার দিকে। প্রিয় অযোধ্যাকে প্রণাম জানিয়েছেন। আর কবে দেখা হবে। আর কবে দেখতে পাবেন প্রিয় জন্মভূমিকে। এর মধ্য দিয়েও রামচন্দ্রের দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়।

দেশকে সুন্দর করে তুলতে তুমি কী কী কাজ করতে পারো ?

১.

২.

৩.

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দেশকে ভালোবাসাই ----------।

২. শ্রীরামের --------- ছিল অযোধ্যা।

৩. জননী ---------- স্বর্গাদপী গরীয়সী।

৪. শ্রীরামের গভীর ---------- বোঝা যায়।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. রাবণের ভাই ছিলেন	রাম।
২. জননী-জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও	বিভীষণ।
৩. পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম	রাবণ।
৪. লঙ্কার রাজা ছিলেন	জন্মভূমি ছেড়েছিলেন।
৫. লঙ্কা একটি সমৃদ্ধ	দেশ ছিল।
	শ্রেষ্ঠ।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. শ্রীরাম জন্মভূমিকে কীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন?

ক. বিদেশের চেয়ে   খ. স্বর্গের চেয়ে

গ. আকাশের চেয়ে   ঘ. ইন্দ্রপুরীর চেয়ে

২. রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা কোন গ্রন্থে আছে?

ক. রামায়ণে   খ. পুরাণে

গ. চণ্ডীতে   ঘ. গীতায়

৩. লঙ্কা ছিল খুবই–

ক. একটি দরিদ্র দেশ   খ. একটি জনবহুল দেশ

গ. একটি সমৃদ্ধ দেশ   ঘ. একটি সোনালী দেশ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. জন্মভূমি কাকে বলে?

২. রাবণের মৃত্যুর পরে কে লঙ্কার রাজা হন?

৩. বিভীষণ রামকে কী বলেছিলেন?

৪. রামচন্দ্রকে কত বছর বনে থাকতে হয়েছিল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝ? দেশপ্রেমের প্রয়োজন কেন?

২. রামচন্দ্রের বনবাসে যাওয়ার কাহিনিটি লেখো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এসো দেশকে ভালোবাসি

তুমি কী তোমার দেশকে ভালোবাসো ? কেন ? লেখো:

মুক্তিযুদ্ধ

মা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। লালন-পালন করেছেন। অন্যদিকে দেশ আমাদের খাদ্য দেয়। আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়ে বড় করে। তাই দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হয়। আমাদের শাস্ত্রেও দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসতে বলা হয়েছে। তাই দেশপ্রেম আমাদের ধর্মের অঙ্গ।

আমরা সবসময় মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করি। একসময় আমাদের দেশমাতা পরাধীন ছিল। তাই দেশের মানুষ অনেক কষ্টে ছিল। দেশমাতার মুখে হাসি ফোটাতে এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন। অনেক রক্ত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে।

বিভিন্ন দুর্যোগে দেশের মানুষের কষ্ট হয়। তখন আমাদের কর্তব্য তাদের পাশে দাঁড়ানো। এতে দেশমাতার মুখে হাসি ফোটে। কোভিড ১৯ মহামারির সময় আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ফলে অনেক দেশের চেয়ে আমাদের ক্ষতি কম হয়েছে। এভাবেই দেশকে ভালোবাসা উচিত।

মায়ের মতো দেশেরও সেবা করতে হবে। মাকে কেউ অসুন্দর দেখতে চায় না। দেশকেও আমরা অসুন্দর দেখতে চাই না। দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দেশের মানুষ ভালো না থাকলে দেশ ভালো থাকে না। তাই দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। দেশের মানুষের বিপদে সাহায্য করতে হবে।

দেশকে ভালোভাবে চালানোর জন্য আইন করা হয়। দেশের আইন আমাদের মানতে হবে। ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে রাস্তা পার হতে হবে। কাজে ফাঁকি দিলে দেশের ক্ষতি হয়। তাই কাজে ফাঁকি দেয়া উচিত নয়। আমাদের ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে। দেশপ্রেমিক হতে হবে।

আমরা অনেক সময় খাবার নষ্ট করি। ঘরে অকারণে আলো জ্বালিয়ে রাখি। পানির অপচয় করি। এতে দেশের সম্পদের অপচয় হয়। আমরা সম্পদের অপচয় করব না। আমরা মিতব্যয়ী হব। মিতব্যয়ী হলে দেশের সম্পদ বাঁচবে। এই সম্পদ ভবিষ্যতেও ব্যবহার করা যাবে।

এভাবে আমরা দেশকে ভালোবাসব।

রাস্তা পার হওয়ার জন্য কী কী বিষয় মেনে চলতে হয়, লেখো:

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ করো:

১. দেশপ্রেম আমাদের -------- অঙ্গ।

২. সবসময় ------- মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করি।

৩. দেশের মানুষের -------- সাহায্য করতে হয়।

৪. আমরা দেশকে --------- ।

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো:

১. কোভিড ১৯	খাদ্য দেয়।
২. দেশর আইন আমাদের	সম্পদ বাঁচবে।
৩. দেশকে রাখতে হবে	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।
৪. দেশকে মায়ের মতো	মহামারি।
৫. মিতব্যয়ী হলে	ধর্মের অঙ্গ।
	ভালোবাসতে হবে।

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. দেশকে কেমন করে ভালোবাসতে হবে?

ক. মায়ের মতো — খ. নিজের মতো

গ. বন্ধুর মতো — ঘ. ভাইয়ের মতো

২. দেশকে ভালোভাবে চালানোর জন্য কী করা হয়?

ক. কাজ না করা — খ. আইন করা

গ. লেখাপড়া না করা — ঘ. কলকারখানা না করা

৩. মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছিল?

ক. দশ লক্ষ — খ. বিশ লক্ষ

গ. ত্রিশ লক্ষ — ঘ. পঞ্চাশ লক্ষ

৪. কাজে ফাঁকি দিলে কী হয়?

ক. পড়ালেখা ভালো হয় — খ. দেশের ক্ষতি হয়

গ. নিজের উপকার হয় — ঘ. পরিবারের ভালো হয়

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. আমাদের শাস্ত্রে দেশকে কীভাবে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে?

২. দেশের মানুষ বিপদে পড়লে কী করতে হবে?

৩. কীভাবে রাস্তা পার হতে হবে?

৪. দেশকে সুন্দর রাখার জন্য কী করতে হবে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. তুমি দেশকে কেনো মায়ের মতো ভালোবাসবে? ব্যাখ্যা করো।

২. মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন কেন? এজন্য কী কী করতে হবে?

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি–হিন্দুধর্ম

জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য